শিবশক্তি

(পৌরাণিক নাটক)

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

(প্রথম অভিনয়—১১ই ফাল্গুন শনিবার সন ১৩৪১ সাল)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী
২০২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীননীগোপাল শীল
'নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী'
২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল শীল
'বিজলী প্রেস'
৯৮।৩, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এবং চিত্রজগতের

খ্যাতনামা প্রয়োগশিল্পী

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস-সির

করকমলে

'শিবশক্তি'

আমার

আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ

উপহার

প্রদান করিলাম।

ইতি—

ভূপেন্দ্রনাথ

"শিবশক্তি" নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে

অভিনয়-সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ

প্রোপ্রাইটর		শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র বি, কম্।
ম্যানেজার	...	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র।
প্রযোজক	...	„ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্-সি।
নৃত্যশিক্ষক	...	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়ি বাবু)।
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীমান পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)।
ঐ সহকারী	...	„ অনিলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
বংশীবাদক	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পিয়ানো-বাদক	...	„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য।
হারমোনিয়ম-বাদক		„ বিদ্যাভূষণ পাল।
সঙ্গতী	...	„ সতীশচন্দ্র বসাক।
স্মারক	...	„ বিমলকুমার ঘোষ।
ঐ সহকারী	...	„ সুবোধকুমার বসু।
কোকিলকণ্ঠানুকরণকারী		„ তারাপদ দাস।

মহাদেবের ভূমিকায়		...	শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
তারকের	„	...	„ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
নারায়ণের	„	...	„ বিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ।
ইন্দ্রের	„	...	„ বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত।
মৈনাকের	„	...	„ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়।
অধর্ম্মের	„	...	„ কুসুমকুমার গোস্বামী।
কুবেরের	„	...	„ সুশীলকুমার ঘোষ।
মদনের	„	...	„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
নন্দীর	„	...	„ সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রের	ভূমিকায়	...	শ্রীমান	উমাপদ বসু।
সূর্য্যের	„	...	„	শরৎচন্দ্র সুর।
হুতাশনের	„	...	„	অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।
গিরিরাজের	„	...	„	রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
সনাতন শর্ম্মার	„	...	„	প্রফুল্লকুমার দাস (হাজু বাবু)।
নন্দকের	„	...	„	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
কুন্তলের	„	...	„	গোষ্ঠবিহারী ঘোষাল।
পল্লবকুমারের	„	...	„	রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।
দেবগণের	„	...	„	বিষ্ণুচরণ, তারা দাস, বিনয় চক্রবর্ত্তী, সন্তোষ ঘটক, রতন সেনগুপ্ত, কালীজীবন মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী, মণি চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত মল্লিক, অনিল রায়, ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।
উমার	ভূমিকায়	...	মিস্	সুশীলাবালা (ছোট)।
শচীর	„	...	„	তারকবালা (লাইট্)।
রতির	„	...	„	আঙ্গুরবালা।
মেনকা ও লোহিতার		...	„	সত্যবালা।
দুন্দুভির	„	...	„	করুণাময়ী (মটর)।
রাকা	„	...	„	তারকবালা (জুনিয়ার)
মিশ্রা	„	...	„	রাজলক্ষ্মী (খেঁদি)।
অঘা, মগা, বগা ও দাগার		...	„	লীলাবতী, বকুল প্রভৃতি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

মহাদেব		
ইন্দ্র	...	স্বর্গচ্যুত দেবরাজ
তারকাসুর	...	স্বর্গাধিপতি
মদন	...	রতিপতি
গিরিরাজ	...	উমার পিতা
মৈনাক	...	গিরিরাজের পুত্র
সনাতন শর্ম্মা	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
কুন্তল	...	সনাতনের ভাবী জামাতা
পল্লবকুমার	...	শ্রেষ্ঠীপুত্র
নন্দক	...	গৃহস্থ ব্রাহ্মণ
অঘা, মগা, বগা, দাগা	...	নন্দকের পুত্রচতুষ্টয়

অধর্ম্ম, চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশন, কুবের, কার্ত্তিক, দেবগণ ও অসুরগণ।

স্ত্রীগণ

শচী	...	ইন্দ্রের পত্নী
রতি	...	মদনের পত্নী
উমা	...	মেনকার কন্যা
পদ্মা	...	উমার সখী
দুন্দুভি	...	সনাতনের স্ত্রী
রাকা	...	ঐ কন্যা
মিশ্রা	...	পল্লবের স্ত্রী
লোহিতা	...	নন্দকের স্ত্রী

পরিচারিকা, উমাসঙ্গিনীগণ, সহচরীগণ, এয়োগণ, দেবীগণ ইত্যাদি।

শিবশক্তি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গ—দেবরাজসভা

সজ্জিত পটমণ্ডপতল

তাহার নিম্নে সূর্য্য, হুতাশন, পবন, বরুণ, শমন প্রভৃতি দেবগণ উপবিষ্ট।
চন্দ্রদেব স্বয়ং সকলকে অভ্যর্থনা ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

সভার মধ্যস্থলে নৃত্যশীলা অপ্সরাগণ।

(তারকের প্রবেশ)

দেবগণ। জয় স্বর্গাধিপতি তারকের জয়!
জয় প্রবল পরাক্রান্ত বীরশ্রেষ্ঠ তারকের জয়!

চন্দ্র। স্বাগত—স্বাগত হে বীর অমরপ্রধান!
প্রভু! ত্রিদিবাধিপতি!
লহ আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা—
সমবেত সমগ্র সুরের।
কৃতার্থ অমরগণ—
প্রভুসনে মিলিবার লভিয়া সুযোগ।

ন্যায়ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত—
সুশাসনে রক্ষিত এ স্বর্গরাজ্য তব,—
মূর্ত্তিমতী শান্তি সুশৃঙ্খলা
বিরাজিছে প্রতি ঘরে ঘরে!
আমি দাস তব—চন্দ্রলোকস্বামী,
আর—আমার অধীন রাজভক্ত প্রজা
চন্দ্রলোকবাসী যত,—
আবালবৃদ্ধবনিতা সবে
বদ্ধ রবে আজীবন
অবিচারে রাজাদেশ করিতে পালন।

সূর্য্য। প্রবল প্রতাপশালী ওহে স্বর্গাধিপ!
মিত্রবর চন্দ্রলোকপতিমুখে—
ব্যক্ত হৃদিভাব আমা সবাকার!
সূর্য্যলোকবাসী সমগ্র প্রজার—
প্রতিনিধি আমি,—
রাজপদে করি নিবেদন,
রব চিরদিন—
ত্রিদিবপতির সেবক—অধীন—দাস!

দেবগণ। জয় স্বর্গাধিপতি তারকের জয়!

তারক। সমবেত দেবতামণ্ডলী!
বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
যক্ষ আদি প্রজাবর্গ মম,—
আজি অতি শুভক্ষণে
মহোৎসবে মিলিত সকলে,—

রাজা—প্রজা—একস্থানে
এক চন্দ্রাতপতলে !
আজি এই শুভ সম্মেলনে,
সমগ্র প্রজার রাজভক্তিনিদর্শনে,
কি আনন্দস্রোত বহিতেছে প্রাণে মম,
ভাষা নাহি পারে বর্ণিবারে।

দেবগণ। জয় স্বর্গাধিপতির জয়।

তারক। ধন্য ধন্য আমি স্বর্গ-অধিপতি,—
ধন্য মম প্রজারূপী সুহৃদ-সজ্জন,
মম স্বর্গসিংহাসন, তোমাদেরি কৃপাগুণে,
চিরতরে রহিবে অটল, এতদিনে বুঝিনু নিশ্চিত।

দেবগণ। জয় জয় ত্রিদিবাধিপতি তারক মহান্ !

তারক। বুঝিলাম এতদিনে তবে,
সার্থক আমার—স্বর্গ অধিকার !
রাজ্যে মম শত্রু নাহি কেহ,—
বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন না হবে কভু
নির্ম্মল এ রাজনৈতিক আকাশে।

চন্দ্র। আছি প্রভু মহাসুখে তোমার অধীনে !
যথাযোগ্য সম্মান প্রদানে—
কৃপাগুণে তুষিয়াছ দেবগণে !
কত শান্তিসুখে, করি বাস দৈত্যের রক্ষণে !
বল কোন্ প্রাণে
অশান্তি সৃজিব এই শান্তির আগারে !

দেবগণ। জয় স্বর্গাধিপতি তারক বীরের জয় !

(শচীর প্রবেশ)

শচী। আরও—আরও উচ্চকণ্ঠে বিদারি গগন,
ওহে দেবগণ, হে গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষ-সিদ্ধ বা চারণ,—
উপস্থিত যে আছ হেথায়,—
কর—কর জয়গান দানবরাজের।

দেবগণ। কে—কে—কে এ রমণী—

চন্দ্র। রক্ষীগণ—

শচী। চন্দ্রদেব!
রক্ষীরে কি প্রয়োজন?
বিতাড়িত করিবে আমারে—
এই ঘৃণ্য দাসত্বের সভাস্থল হ'তে?
চমৎকার—চমৎকার—
দেবতার পরিণাম!
এই পূত—পবিত্র এ স্বর্গপুরী,
যেথা একদিন দেবতার হ'ত অধিষ্ঠান,
বিধাতার বিচিত্র বিধান,—
আজি সেই পুণ্যস্থানে—সর্ব্বোচ্চ আসনে,
শোভে এক অস্পৃশ্য অসুর,—
আর পদতলে তার,—
সারি সারি দেবতার দল—
ইষ্টদেব জ্ঞানে—যুগল চরণে তার,
দাসত্বের ভক্তি-অর্ঘ্য করিছে প্রদান!

তারক। দূর হও উন্মাদিনী,—

নহে—রমণীর মর্য্যাদা না রবে,
প্রগল্‌ভতা-সীমা যদি করে সে লঙ্ঘন !

শচী। চিন্তা নাহি হে ধীমান্ !
নরক-সদৃশ এই স্থান
সুনিশ্চয় এখনি ত্যজিব !
ওঃ—এতদূর—এতদূর—ভাবি নাই মনে !
এত নিম্নস্তরে পতিত দেবতা,—
হেন কথা কল্পনায় ওঠে নাই কভু !
চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, পবন,
যম, হুতাশন আদি,—
ত্রিলোকপূজিত দেবগণ যত
হেরি আজি অসুরের পদলেহী !

তারক। কহ দেবগণ,—
কেবা এই উন্মত্তা রমণী ?
অনুমানি পরিচিতা তোমা সবাকার।

চন্দ্র। প্রভু—
এই উন্মাদ রমণী—

শচী। হা—হা—হা—উন্মাদ রমণী !
সত্য—সত্য—
স্বজাতি স্বদেশবাসী যত দেবতার
কুৎসিত আচার—হীন ব্যবহার,—
উন্মাদিনী—জ্ঞানহারা করিয়াছে মোরে !
ত্রিলোকপূজিত—
এই অমরার পবিত্র আসন,

পুণ্যক্ষেত্র এই স্বর্গপুরী—
হেরি আজি দানবের অধিকার ;—
তাই এই মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে মম !
যেথা যাই এই স্বর্গপুরে,—
হেরি চারিধারে—ঘোরে ফেরে—গর্ব্বোন্নত শিরে
কদাকার অসুর প্রহরী,—
আর রাজরাজেশ্বরী আমি, অনাথা রমণী,
পতিপুত্রসনে,
নিরাশ্রয়—অসহায় ভ্রমি পথে পথে !
কভু গহন কাননে—শৈলে—মরুভূমে,
অনাহারে অনিদ্রায়—উপায়বিহীন !
ত্রিদিবের রাণী ছিল যেই একদিন—
সর্ব্বারাধ্যা পূজনীয়া তোমা সবাকার,
কহ দেবগণ !
দৈবের বিপাকে—
যদ্যপি সে হয় ভিখারিণী,
উন্মাদিনী সম আচরণ,—বিচিত্র কি তার ?

তারক। এঁ্যা—সেকি—সেকি ? শচীদেবী ?

চন্দ্র। দেবি—দেবি ! একি দশা হেরি মা তোমার ?
চল হেথা হ'তে—
এ দানবসভা—তব যোগ্য স্থান নহে মাতা

তারক। দেবগণ !
এই কি সে ভুবনমোহিনী শচী—
পুরন্দর-পত্নী—

শচী। রসনা সংযত কর দুরন্ত দানব !
দেবেন্দ্র-মহিষী আমি,—দেবাঙ্গনা,
স্বর্গের ঈশ্বরী !
ঘৃণ্য দানবীয় ভাষা—
প্রয়োগ না কর মোরে !

তারক। ধৈর্য্য ধর বরাননে !
স্বর্গাধিপসনে—আলাপনে,
আত্মহারা—ধৈর্য্যচ্যুত নাহি হও।
কবে একদিন ছিলে তুমি ত্রিদিবের রাণী,—
মানি আমি তাহা !
কিন্তু এবে তুমি সামান্যা রমণী,—
দীনা—হীনা—ভিখারিণী,—
আসিয়াছ মম অধিকারে !
এ দশায় সাজে কি তোমারে—
সেই দম্ভ—সেই দর্প—গর্ব্ব—অহঙ্কার ?

শচী। দৈত্যনাথ !
দম্ভ সাজে তার চিরদিন—
পরাধীন নহে যেই জন !
দর্প—গর্ব্ব—অহঙ্কার—তার শোভা পায়,—
শত দৈন্য-দুঃখ-তাড়নায়,
যেবা নাহি চায়—
দাসত্ব-শৃঙ্খল গলে করিতে ধারণ।
গেছে রাজ্য সিংহাসন,—
সম্পদবৈভব পরহস্তগত,—

ত দেবরাজ—চিরদিন দেবরাজ,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ তিন ভুবনে,—
স্বাধীনতাধনে তিনি নহেন বঞ্চিত।
নহে পদানত—বিক্রীত জীবন তাঁর—
ছার দানবের প্রসাদ লাভের তরে।
বীর দম্ভভরে—
ভ্রমিছেন পুরন্দর স্বকার্য্য-সাধনে,—
শিরে শোভে স্বাধীনতা-গৌরব-মুকুট,—
প্রভায় যাহার সমুজ্জ্বল দশ দিশি।
আমি সেই দেবেন্দ্রমহিষী,—
দর্পিতা—গর্ব্বিতা—বীরের বনিতা!
তুচ্ছ গণি তোমা সম দৈত্যের ভ্রূকুটী!

তারক। হে অমরগণ!
এই হেতু আজি স্বর্গলোকে
মহোৎসব আয়োজন?
তবে,—সন্দেহ আমার নহে অমূলক?
প্রাণে প্রাণে গূঢ় উদ্দেশ্য মহান্
ছিল সবাকার,—
অপমান করিতে আমারে
কৌশলে সম্মান প্রদর্শনছলে?

চন্দ্র। প্রভু! স্বর্গাধিপতি!
রাখ রাখ মিনতি দাসের;—
অকারণ রুষ্ট নাহি হও—
আমা সবাকার প্রতি!

ঈশ্বর শপথ কহি—করহে প্রত্যয়—
এই দৈব দুর্ঘটনা হেতু,—
তিলমাত্র নহি মোরা অপরাধী।
যদবধি রাজ্যচ্যুত পুরন্দর,—
দেখি নাই চক্ষে কভু তাঁরে --
কিম্বা পত্নীপুত্রে তাঁর!
দুর্দ্দৈব অপার,—
কোথা হতে অকস্মাৎ ঝটিকার প্রায়
এ সভায় উপনীতা শচীদেবী।

অন্য দেবগণ। সত্য কথা, কিছু নাহি জানি মোরা!

শচী। যাও—ধেয়ে যাও হে অমরগণ!
পড় গিয়ে প্রভু-পদমূলে!
নহে,—তুষ্ট নাহি হবে কঠোর দানব!
হের ঐ আরক্ত নয়ন,—
ভস্ম বুঝি করে বা এখনি!

চন্দ্র। পদে ধরি—দেবী—
কৃপা করি যাও অন্তরালে,—
নহে কর অন্যত্র প্রয়াণ!

তারক। কোথা যাবে দুঃশীলা রমণী?
বন্দিনী করিয়া আমি রাখিব তোমারে!
শিখাইব বিধিমতে—
রাজ্যেশ্বরে সম্ভাষিতে হয় বা কেমনে!
দেহরক্ষীগণ!
বন্দী কর দুষ্টা ললনারে!

শচী। সাবধান ফেরুপাল !
একপদ হ'লে অগ্রসর—
পদাঘাতে বিচূর্ণিব শির ! (প্রস্থানোদ্যতা)

তারক। বন্দী কর রমণীরে—আদেশ আমার !

দেবগণ। (স্ব স্ব অস্ত্র বাহির পূর্ব্বক)
কার সাধ্য—
ইন্দ্রাণীর করে অপমান ?

তারক। ধন্য ধন্য হে অমরগণ—
ধন্য তব দেবযোগ্য আচরণ !
কত তুষ্ট আমি আজি তোমাদের 'পরে,
ভাষা নাহি পারে বর্ণিবারে !
বন্ধুগণ !
বিস্ময়ের নাহিক' কারণ কিছু আর !
ন্যায়ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এ রাজ্য আমার,—
ভিত্তি তার তোমরা সকলে !
শুধু পরীক্ষার ছলে—
বাহ্যিক এ কঠোরতা ঘোর !
রমণী-পীড়ন এই অভিনয় মম—
মাত্র পরীক্ষিতে ধর্ম্মবল তোমা সবাকার !
রমণীর মর্য্যাদারক্ষায়,—
স্বার্থত্যাগে কতদূর সক্ষম সকলে,—
কুতূহলে আজি পাইয়াছি পরিচয় !
নাহি ভয়,—
ধার্ম্মিক তারক—চিরদিন শক্তি-উপাসক !

অজ্ঞাত নহেকো তার,—
শক্তি-অংশ-সমুদ্ভূতা রমণী সংসারে !
দেবি !
করহ মার্জ্জনা—এই ছলনা দাসের !
যাও—যথা ইচ্ছা তব !
ঘোর শত্রু বটে পুরন্দর মম,
কিন্তু—তুমি সদা মিত্র বলি জানিও আমারে।
[অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান]

দেবগণ। জয় স্বর্গাধিপ তারকের জয় !
(শচী নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গ-প্রান্ত

অধর্ম্ম

(কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। জয় দেবতা ! জয় দেবতা ! জয় দেবতা !
(একেবারে অধর্ম্মের পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল)

অধর্ম্ম। কে ? কে তুমি ?

কুবের। আজ্ঞে—আমি কুবের। মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে আমি যে কি খুসী হয়েছি তা একটা পোড়ার মুখে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না ! অনেকদিন ধরে আমি মশায়ের তল্লাস কচ্ছিলেম, কিন্তু সুবিধে আর কিছুতেই করে উঠ্‌তে পাচ্ছিলেম না। বরাৎ সুপ্রসন্ন,—তাই এখানে

মশাইকে পাইচারী কর্ত্তে দেখে একেবারে চরণ-চুঁট্‌কীতে এসে হুমড়ে পড়েছি।

অধর্ম্ম। আপনি কি আমাকে চেনেন ?

কুবের। আজ্ঞে—চিনি বৈ কি দেবতা! আপনি হ'চ্ছেন শ্রীশ্রীঅধর্ম্মদেব ! আপনাকে না চেনে কোন্ শালা !

অধর্ম্ম। আমাকে অকস্মাৎ খুঁজ্‌ছিলেন কেন ?

কুবের। দায়,—বিষম দায়ে পড়ে তবে আপনাকে ধ্যানে আন্‌তে হয়েছে! নইলে—কোন্ আঁটকুড়ির বেটা সাধ করে শ্রীশ্রীঅধর্ম্মদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করে বলুন ?

অধর্ম্ম। দায়ে পড়ে আমাকে স্মরণ ক'রেছো ?

কুবের। আজ্ঞে! মশায়ের সেবা কল্লে প্রথম প্রথম দুশো রগড়—সাতশো মজা,—কিন্তু শেষটা একেবারে গাওয়া ঘিয়ে পাঁপর ভাজা হ'য়ে হিংএর গন্ধে নিজেই প্রাণান্ত হ'তে হয়।

অধর্ম্ম। তুমি কি আমার নিন্দাবাদ করবার জন্য আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে এসেছো ?

কুবের। দোহাই—দোহাই মশাই! এতটুকু যে আপনার নিন্দে করে তার বাপ নির্ব্বংশ হোক্! আরে বাপ্‌রে! আপনার নিন্দে ক'র্ব্ব ? আপনি না থাক্‌লে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—মুড়ি মিছরীর যে একদর হোতো! ধর্ম্মের তা হ'লে ত্রিলোকে কোন কদরই থাক্‌তো না! আমার যদি প্রাণের কথা শোনেন—তাহ'লে আমি বড় গলা ক'রে বলি,—আমি মশায়ের মোলায়েম আশ্রয় নিজে যদিও না নিতে ইচ্ছে করি—আপনাকে আমি মস্ত লোক বলে মনে মনে কিন্তু খুব ভক্তি করি।

অধর্ম্ম। বুঝ্‌লেম—তুমি খুব সরল-প্রকৃতি। যাক্—এখন আমার নিকট তোমার প্রয়োজন কি ব্যক্ত কর।

কুবের। আজ্ঞে,—ঈষৎ একটু কষ্ট স্বীকার করে আমাকে আর আমার হতভাগা জাতিভাই দেবতাগুলোকে, ছটাক খানেক কৃপাবারি প্রদান কর্ত্তে হবে। খুব বেশী নয়,—যতটুকু মশায়ের ইচ্ছা।

অধর্ম্ম। আমার দ্বারা যা সম্ভব হবে—সত্য বল্‌ছি—তোমার জন্য আমি এখুনি তা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার কথায় অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি।

কুবের। আজ্ঞে, তাতো হবেনই—তাতো হবেনই। আপনার কাছে একবার যে আসে,—আপনি চিরদিনই তো তাঁকে সমাদর করে থাকেন। তা জানি—তা জানি। তা হ'লে? আমি বল্‌ছিলেম কি, বলি—ধর্ম্ম তো আপনার মহাশত্রু,—এ কথাতো অস্বীকার করবার উপায় নাই?

অধর্ম্ম। ধর্ম্ম আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! কিন্তু ধর্ম্ম আমার শত্রু কি মিত্র, এ কথা আমার মুখ থেকে না হয় নাই শুন্‌লেন। তবে, এটা বলাই বাহুল্য যে কার্য্যক্ষেত্রে আমরা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

কুবের। ব্যস্‌—ব্যস্‌, ঐ কথাই আমি একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম মাত্র। তাহ'লে শুনে নিন্ কি বল্‌তে চাই। সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করে আজ একদল নগণ্য অসুর একেবারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মস্ত নাম কিনে ধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়ে ঢাক বাজিয়ে ধর্ম্মের জয়গান করে বেড়াচ্ছে,—আর বল্‌ছে যে, 'একমাত্র ধর্ম্মের বলেই ইচ্ছা কল্লে—আমার মতন ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায়!' আপনার বৈমাত্র ভায়ের এতটা দর্প কি মশাই—শক্তিমান হয়ে সহ্য কর্ব্বেন?

অধর্ম্ম। আশ্চর্য্য! সত্য বল তুমি কে? তুমি কি অন্তর্য্যামী? অথবা তুমি কোন কুহকী? তুমি কেমন করে—আমার অন্তরের কথা জান্‌তে পাল্লে?

কুবের। কিছু মনে কর্বেন না। কদিন থেকে হঠাৎ মশায়ের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ প্রেমের সঞ্চার হয়েছে! আমি একজন ছোট-খাট স্বর্গবাসী দেবতা! এখন অসুরের তাড়া খেয়ে—পশুর মত চাদ্দিকে লম্ফ দিয়ে বেড়াচ্ছি।

অধর্ম্ম। তুমি আজ হতে আমার পরম মিত্র বলে পরিগণিত হলে। মিত্রবর! বল—এক্ষেত্রে কি কল্লে—তোমার আমার উভয়ের কার্য্যসিদ্ধি হবে।

কুবের। সোজা কাজ তো পড়ে র'য়েছে, এর আর বলাবলি কি? মশাই একটা কিছু বকম করে—ধর্ম্মাত্মা তারক অসুরকে বুদ্ধি বিবেচনা মন্ত্রণা দেবার জন্য—তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হোন্! তাঁর স্বর্গরাজ্যের কিসে উন্নতি হয়,—কি কল্লে দেবতার রাজত্বে তাঁকে গোমভারি রাজা বলে মানায়,—কি চালে চল্লে যথার্থ প্রবল প্রতাপান্বিত স্বর্গাধিপতি বলে সকলে তার নাম-শুনেই ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে,—কি ভাবে দুর্ব্বল বিজিত প্রজাদের ধনসম্পত্তি মায় তাদের স্ত্রী-পুত্রদের পর্য্যন্ত টানাটানি কল্লে রাজ্যে ঠিক্ শান্তি রক্ষা হয়,—এই সব মহাশয়ের যা স্বভাবোচিত সূক্ষ্ম কার্য্যাবলি আছে,—সেইগুলি একে একে তার দ্বারা সুরু করুন। ব্যস্ তারপর দেখি আপনার ধর্ম্মদাদা মশাই কোথায় থাকেন! আর গরীব আমরা—মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে মনের সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর্ত্তে থাকি।

অধর্ম্ম। একাজ আমার পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না। তারক এখন স্বর্গাধিপ,—ঐশ্বর্য্যবান্। ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিকে করায়ত্ত করা অধর্ম্মের পক্ষে যত সহজ—এক দীনহীন ভিখারীকে করায়ত্ত করা তত সহজ নয়। বন্ধু! তুমি নিশ্চিন্ত হও;—আমি নূতন কার্য্যক্ষেত্রে চল্লেম! ইচ্ছা হয়,—তুমিও আমার সঙ্গে আস্তে পার।

কুবের। আজ্ঞে—আমি বেতো মানুষ, আপনার মত বগা ঠ্যাং চালিয়ে ছুট্‌তে তো পারবোনা। আপনি অগ্রগামী হোন্। যখন আলাপ পরিচয় হোলো—দেখা সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে আমার কর্ত্তে হবে বৈকি !

অধর্ম্ম। ভাল—তোমার যা অভিরুচি—

[অধর্ম্মের প্রস্থান

কুবের। ব্যস্ বাবা—একেবারে কাজের চূড়ান্ত করে দিলুম। আরে ছাই,—এ নইলে যে আর কোনোদিকে রাস্তাই ছিলনা ! একা দেবরাজ কদিক্ কর্ব্বেন বল ? দু একজন আমরা যদি মাথাটাতা না খাটাই, তাহ'লে ও দৈত্য বেটারা যে রকম স্বর্গধামে শেকড় গেড়ে বসেছে,— ওরা কি সহজে ঠাঁইনাড়া হবে ? যখন যে দিক দিয়ে সুবিধে হবে, সেই দিক্ দিয়েই কাজ চালাতে হবে ! এই রকম নানা ফন্দি ফিকির আঁটতে আঁটতে ঝাঁ করে একটাতে গিয়ে একদিন না একদিন পাত্তা লেগে যাবেই যাবে ! বড্ড ধর্ম্ম করেছ বাবা তারক ! এইবার অধর্ম্মের ঠ্যালাটা সাম্‌লাতে পার চাঁদ—তবে বুঝবো বাপের ব্যাটা ! আরে—ওটা আবার কে আসে ? ষণ্ডা বটে—কিন্তু দৈত্য বেটাদের মত গণ্ডারের চেহারা নয় তো !—আমাদেরই জাত ভাই বলে মনে হচ্ছে যে ! একটু গা ঢাকা দিতে হ'ল।

[অন্তরালে অবস্থান

(মৈনাকের প্রবেশ)

মৈনাক। এ কি ! কোথায় আইনু ?
সত্য কিবা দিক্‌ভ্রম হইল আমার ?
করি বাস এতকাল সাগর-নিবাসে,
আসি উন্মুক্ত বাতাসে—

জ্ঞানহারা—দিশে হারা করিল আমারে ?
না—না—এইতো সে স্বর্গধাম !
কিন্তু—কই হেথা স্বর্গবাসী দেবগণ ?
ভীষণদর্শন প্রাণী অগণন—
ঘোরে ফেরে চারিধারে।

(কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। আজ্ঞে হ্যাঁ—ভীষণদর্শনই বটে ! আরও খানিকটা এগুলেই—দেখ্‌বেন এক এক বেটা ভীষণদশন ! তাদের এক একটা দাঁত যেন এক একখানি কোদাল।

মৈনাক। কেবা তুমি মহাজন ?

কুবের। মহাজনই যখন বল্‌ছেন—তখন তো পরিচয় জানবার বাকী কিছু রইলো না ! আমি ঐ মহাজন শ্রেণীরই লোক বটে, কেবল পরের ধন আগ্‌লে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এখন তুমি কে, বল দিকি বাপু ! দিব্বি ভদ্রলোকের মত চেহারা—

মৈনাক। পরিচয় দিব অতঃপর।
কহ মহাশয় হতেছে সংশয়—
কি পরিবর্ত্তন—
ঘটিয়াছে স্বর্গপুরে ?
বহুকাল পরে এসেছি ত্রিদিবে,—
তেঁই বিবরণ কিছু নাহি জানি।
যে দিকে ফিরাই আঁখি
দেখি যেন সকলি নূতন।
প্রত্যক্ষ নেহারি বটে—

সেই সে অমরাবতী পুরী মনোহর,
উপবন নিকুঞ্জ সুন্দর,
সেই মন্দাকিনী বহিছে তটিনী,
দেবতার বাসযোগ্য অট্টালিকাশ্রেণী ;
কিন্তু তবু মনে হয়,
এ নয় সে পুরাতন স্বর্গধাম—
পুণ্যস্থান দেবের আবাসভূমি !

কুবের। আর দেবতার আবাস ! স্বচক্ষে দেখ্‌ছো তো বাবা, চাদ্দিকে মোটা মোটা বেউড় বাঁশ ফলে ফুলে বিরাজ কচ্ছে ! স্বর্গে আর দেবতার পাত্তা বড় পাবেনা,—এটা এখন দত্যিদানার কুস্তির আখ্‌ড়া !

মৈনাক। মহাশয় !
কহ সমুদয় স্পষ্ট করি,—
রহস্যজড়িত বাক্য না পারি বুঝিতে।

কুবের। জানাবই বা কি—আর শুন্‌বেই বা কি—আমার গুষ্টির পিণ্ডি ! তারক নামে এক বেটা অসুর,—বিপর্য্যয় রকম তপস্যার জোরে—ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে—বাগিয়ে বর নিলেন,—"আমি স্বর্গ জয় করে—ইন্দ্রকে তাড়িয়ে—তার জায়গায় বসে—খোসমেজাজে ভোগদখল করিতে রহিব।" ব্রহ্মা বল্লেন—"তথাস্তু।" তারপর এই হাল্‌।

মৈনাক। সত্য ? সত্য ? নহে মিথ্যা ?
নহে এ কৌতুক ?
সত্য কহ—রহস্য না কর মোর সনে !
পরাজিত পুরন্দর ?
নির্ব্বাসিত স্বর্গ হতে শৃগালের প্রায় ?

হা—হা—হা—হা—!—অতি শুভ সমাচার!
সত্য যদি হয়—শুন মহাশয়,—
আজি হতে দাস আমি দানবরাজের!
এই শক্তি—এই ভুজদ্বয়—
এই কর্ম্মক্ষম দেহ মোর,
দৈত্যের সেবায় নিয়োজিত করিব নিশ্চয়।
জয় জয় দয়াময় ভগবান—
এতদিনে প্রতিহিংসা হইল সাধন।

কুবের। আরে মজাতো মন্দ নয়! আমায় তো মহাজন বলে নিজেই খাতির কল্লে,—কিন্তু তুমি তো দেখ্‌ছি একেবারে মহাযম! দয়া করে পরিচয়টী তোমার দাও দিকি চাঁদ! ব্যাপার কি—বল তো খোলসা করে! হঠাৎ দেবরাজের সর্ব্বনাশে প্রাণটীতে তোমার আমোদের মাল্‌সাভোগ চড়্‌লো কেন?

মৈনাক। মহাত্মন্!
কি কহিব দুঃখের কাহিনী মম!
হিমাচল—পুত্র আমি—
মৈনাক আমার নাম!
অনুমানি জান এ কাহিনী,—
পূর্ব্বকালে ছিল পক্ষধারী—সমগ্র পর্ব্বতকুল!
হয়ে ব্যোমচারী—বিমানবিহারী,—
অবাধে ভ্রমিত যথা তথা!
কি কহিব অঘটন কথা!
পর্ব্বত-আশ্রয়ী দৈত্যগণে
স্বর্গরাজ্য আক্রমণে করিতে বিরত,—

দৈত্যভয়ে ভীত পাপী পুরন্দর,—
করি পক্ষচ্ছেদ গিরিকুলে সবাকার,
গতিশক্তিহীন—জড় সম—
সচল পর্ব্বতকুল করিল অচল !
তদবধি ইন্দ্রপ্রতি দারুণ বিদ্বেষ মম।
প্রতিহিংসা কেমনে সাধিব,—
অনুক্ষণ এই চিন্তা অন্তরে আমার !
সুসংবাদ পেয়েছি হে তোমার প্রসাদে !
বিপদে পতিত—দুর্ম্মতি সে পুরন্দর,
অন্তর আমার তবু তাহে তৃপ্ত নহে !
নিজ হস্তে করিতে দুর্গতি তার,—
অদম্য বাসনা জাগে চিতে নিরন্তর !
যাই আমি স্বর্গজয়ী তারকের পাশে,—
বাসবের সর্ব্বনাশে সহায় হইতে।

[মৈনাকের প্রস্থান

কুবের। যাঃ চলে ! এ তো বেজায় গণ্ডগোল করে ফেল্লুম ! এ হে—হে—হে—এ বেটাকে সঠিক খবরটা না শোনালেই তো ভাল হ'ত। ইস্—একে এই বেটা তারক অসুর,—তার কাছে পাঠালুম অধর্ম্মকে,—আবার তাদের দলে গিয়ে জুটলো এই বেটা ষণ্ডা গণ্ডা মৈনাক ! গণ্ডগোল বেজায় পাক্‌লো তো !

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গধাম—প্রান্তর

(ইন্দ্র ও শচীর প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবি ! সত্য কহি তোমার সকাশে—
ভগ্নপ্রাণ উৎসাহ-বিহীন আমি !
দিবাযামী অমঙ্গল-ভীতি—
নিমজ্জিত করে মোরে নৈরাশ্য-সাগরে।
স্বরাজ্যলাভের কি আছে উপায় ?
নাহি হেরি সহায় সম্বল,—
নাহি দৈববল !
দেবতা সকল—
দাসত্ব-শৃঙ্খল গলে পরেছে স্বেচ্ছায়।
অকাতরে সহে দৈত্যের পীড়ন,—
তবু হায়—
মাতৃ-দুঃখ নিবারণে কারও নাহি মন,—
একতা-বন্ধনে বদ্ধ কেহ নাহি হয়।

শচী। দেবরাজ ! বাক্য মম করহ প্রত্যয়,—
দুর্দ্দশায় তিলমাত্র না হই কাতর।
নহি আমি ব্যথিত-অন্তর,—
হইয়ে বঞ্চিত—
স্বর্গসুখ বিলাস-সম্ভোগে !
নিরন্তর জাগে প্রাণে এই মহাদুঃখ,—

স্বজাতি সুহৃদগণ আত্মজন সবে—
মিলিয়াছে দেশবৈরি দৈত্যগণ সনে !

ইন্দ্র। অত্যদ্ভুত রহস্যের কথা !
কেহ কেহ আসে মম পাশে,
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতে মোরে —
দানবের আনুগত্য করিতে স্বীকার।
শুন প্রিয়ে—
হয়তো বা একদিন স্বর্গোদ্ধার হবে !
কিন্তু চিরকাল রবে—
এই শেল অন্তরে আমার,—
স্বর্গদেশবাসী স্বদেশী আত্মীয়গণ মোর,—
ঘোর স্বার্থপর—হেন হীনচেতা।
ওঃ—বিধাতার হেন বিড়ম্বনা,—
স্বপনেও ভাবি নাই কভু !

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারায়ণ। বিধি-বিড়ম্বনা নহে পুরন্দর—
কর্ম্মফল সকলি তোমার।

(ইন্দ্র ও শচীর স্তবগীতি)

জয় শঙ্খগদাধর—নীলকলেবর—পীতপট্টাম্বর—দেহি পদম্।
চন্দনচর্চ্চিত—কুণ্ডলমণ্ডিত—কৌস্তুভলাঞ্ছিত—দেহি পদম্।
বিশ্ববিমোহন—মানসমোহন—সংস্থিতিকারণ—দেহি পদম্।
ভক্তজনাশ্রয়—দীনদয়াময়—চিন্ময়—অচ্যুত—দেহি পদম্।

পামরপাবন—ধর্ম্মপরায়ণ—দৈত্যনিস্থদন—দেহি পদম্‌।
জয় নিত্যনিরঞ্জন—দুর্গতিভঞ্জন—সজ্জনরঞ্জন—দেহি পদম্‌।

(স্তবান্তে উভয়ের প্রণাম)

ইন্দ্র। অন্তর্য্যামী নারায়ণ!
দীনবন্ধু হরি পতিতপাবন!
আসিয়াছ?
দেবতার অহঙ্কার—
চূর্ণ হেরি বিধিমতে,
পুরিল কি অভীষ্ট তোমার?
এবে জানিতে বাসনা জনার্দ্দন!
দেবতার দুর্দ্দশার কত বাকী আর?

শচী। ওহে লীলাধার!
অভাগা ইন্দ্রের এ দুর্গতিভোগ,—
অভিপ্রায় তব ছিল যদি প্রাণে,—
স্বর্গ-সিংহাসনে—
কি কারণে তবে বসাইলে তাঁরে?
কেন বা এ দাস পুরন্দরে—
অমরত্ব করিলে প্রদান?

নারায়ণ। ধৈর্য্য ধর সুবদনে—সময়ে সকলি হবে
হে বাসব—
কর্ম্মফল সবাকার বলবান;
কেহ নাহি পায় ত্রাণ—
ত্রিজগতে কর্ম্মফল হতে!
কিন্তু ওহে পুরন্দর!

অবস্থার হেরি রূপান্তর,
এত কাতরতা কি কারণে ?
অনলসংযোগে—
স্বর্ণশুদ্ধ হয় যেই মত,
মলিনত্ব ঘুচে যায় তার,—
সেইরূপ এ দারুণ পরীক্ষা-অনল,—
সৃষ্ট তব কর্ম্মফল হ'তে,—
বিদুরিতে হৃদিগ্লানি বিলাসসঞ্জাত।
হোক সে দেবতা ধাতা সর্ব্বশক্তিমান্,
সীমাবদ্ধ স্থান—সুখে দুঃখে সবাকার !
স্বর্গসুখে বিলাস বৈভবে,
ছিলে মত্ত হে বাসব নিশ্চিন্ত অন্তরে ;
কভু ভাব নাই বারেকের তরে,
লুপ্ত হবে ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রের !
ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মোহের বিকারে.
অহঙ্কার আদি রিপুচয়,
অধিকার করিয়া হৃদয়,
জ্ঞানহারা,—উন্মত্ত করিল দেবদলে।
তেঁই কর্ম্মফল হইয়া প্রবল,
জ্ঞানচক্ষু ফুটাতে সবার,
সার বাক্য স্পষ্টাক্ষরে দিল বুঝাইয়ে,
"চিরদিন সমান না যায়" !
রক্ষিত হইল তায়,—
সৃষ্টিস্থিতি-সামঞ্জস্য প্রকৃতি-নিয়ম।

ইন্দ্র। প্রভু!
ক্ষমা কর অজ্ঞানের শত অপরাধ,—
অদৃষ্টের সনে বাদ আর না করিব।
ভুলিব না কভু এ জীবনে আর,—
দুঃখ যেবা যত পায় এ তিন ভুবনে,—
শ্রীহরির কৃপালাভ তত হয় তার।

শচী। নারায়ণ!
এই মাত্র করি কৃপা কহ দেবগণে,—
কত যুগ—যুগান্তর-পরে—
হবে অবসান পাপ কর্ম্মভোগ!

নারায়ণ। শুন পুরন্দর!
ধর্ম্মবল ক্ষুণ্ণ এবে দেবতামণ্ডলে,
সাধনার বলে বলী সমগ্র অসুর!
বিনা নব সাধনায়,—
বল—সাধ্য কার দমিবে তাদের?
যদি কভু অলৌকিক কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে,—
শিবশক্তি সম্মেলনে,—
মহাধর্ম্মবল পার করাতে সৃজন
দেবগণ মাঝে,—
তাহারি সংঘাতে—
অনিবার্য্য জেনো হবে দৈত্যের পতন!
যাও কর অন্বেষণ,—
মহাশক্তি কোথা করে অবস্থান!
শক্তিহারা এবে দেবদেব মহাদেব,—

কর তাঁরে শক্তিদানের উপায় !
শিবশক্তি-সম্মেলনে—মহাধর্ম্মবল—
দেবমাঝে হইলে সৃজিত,
হবে তাহে ইষ্টলাভ—তব অবহেলে !

[প্রস্থান

ইন্দ্র। প্রণমি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীপদ-কমলে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস পর্ব্বতের সানুদেশ

নন্দী।

নন্দী। শূন্য—শূন্যময় কৈলাস-আলয়,—
শূন্য—শূন্যময় জগৎসংসার!
ঘোর তমাচ্ছন্ন বিকট আঁধার,—
মা—নাই—মা নাই।
কাঁদ্ কাঁদ্—ওরে কাঁদ্‌রে অভাগা—
মাতৃহারা অনাথ সন্তান!
কে ডাকিবে আর স্নেহমাখা স্বরে?
—মা নাই—মা নাই!
কে তুষিবে আদরে সোহাগে,—
—মা নাই—মা নাই!
কই অন্নপূর্ণা—অন্ন কেবা দিবে?
—মা নাই—মা নাই।
কালযজ্ঞে নিমন্ত্রণ হ'ল দক্ষপুরে,—
কত সাধ করে,
গিয়েছিনু সেথা আনন্দময়ীর সাথে,—
নারিনু ফিরাতে আর মায়েরে আমার!

সে অবধি হাহাকার চারিধারে,—
মা আমার নাই—মা আমার নাই !

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। নন্দী—নন্দী—কেন মুহ্যমান ?
ছাড় শোক,—কর্ম্মে হও আগুয়ান !
রহিয়াছ আত্মহারা—আত্মভোলা হয়ে,—
রাখ কি সন্ধান,—
কোথা মাতা মহামায়া—
নবরূপে করে অবস্থান ?

নন্দী। কোথা মাতা কে দিবে উত্তর ?
হে বাসব,
"কোথা মাতা" এ কথার—
কি দিব উত্তর আমি ?
এই মাত্র জানি শুধু,—
মাতা নাই কৈলাস-আলয়ে—
আমি মাতৃহারা !
মহামায়া তিনি,—
শুনি লোকমুখে—
সবই তাঁর মায়াখেলা
লীলার চাতুরি !
মূর্খ—জ্ঞানহীন,—
কিছুই বুঝিতে নারি।
বুঝিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে এই কথা শুধু,—
মা আমার নাই—আমি মাতৃহারা !

ইন্দ্র। না—না—নন্দী—
এও কি সম্ভব?
অন্তর্হিতা বিশ্বমাতা?
মা নাই—মা নাই,—এও কি সম্ভব?
শিবশক্তি ভেদ তবে?
মহাশক্তি লুপ্ত ত্রিজগৎ হতে?
অসম্ভব—অসম্ভব—

নন্দী। অসম্ভব নেহারি সম্ভব,—
সকলি অদৃষ্ট দোষে!
কিবা অসম্ভব—
কি হয় সম্ভব,—
কে জানিবে—কেমনে বুঝিবে আর?
হের শক্তিহীন শিব—
শবে পরিণত!
চৈতন্যরূপিনী মা নাই আমার,—
শবে কেবা করিবে চেতন?

ইন্দ্র। মহাশক্তি বিলুপ্ত সংসারে?
না—না—না—মানিনা একথা!
শক্তি সুপ্ত সুনিশ্চয়—
আছে লুক্কায়িত,
জাগরণে অপেক্ষা কেবল।
নন্দী—নন্দী—রাখ অনুরোধ,—
যাচে তব সহায়তা দেবেন্দ্র বাসব,—
আমি শক্তিহারা মাতৃহারা আজি —

তোমারি সমান !
চল—করিব সন্ধান—
কোথা মহাশক্তি করে অবস্থান !
করি প্রাণপাত—
শিবশক্তি মিলাব নিশ্চয় ।
নহে,—বিশ্বসৃষ্টি জগৎসংসার—
লুপ্ত হোক প্রলয়-আঁধারে !

[নন্দীকে লইয়া ইন্দ্রের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিরাজ ভবন

(উমার বাল্যসখীগণের গীত)

খেল্‌তে খেলা আস্‌ব না আর রাজার বাড়ী ।
দেখ্‌লে উমা রাখ্‌বে ধরে,
এইবেলা চল সরে পড়ি ॥
(কত) রং বেরংএর পুতুল নিয়ে আমরা করি খেলা,—
(ওমা) কি ঘেন্না,—রাজকন্যা—ঘাঁট্‌ছে কাদার ড্যালা ;—
গড়্‌ছে ঠাকুর আপন মনে,
(তার) ছাঁদ ছিরি নাই কোনো খানে ;—
রাজার মেয়ে হ'লে বুঝি,—সবেতে হয় বাড়াবাড়ি ॥

[গীতান্তে সখীগণের প্রস্থান

(মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ লইয়া গাহিতে গাহিতে
উমার প্রবেশ)

আমার মাটীর পুতুল আমার কাছে এই ভালো।
আপন হাতে গড়ে পুতুল,—
খেল্‌তে আমি বাসি ভালো।
ওরা কেন করে কাণাকাণি ?
এতে দোষ কি তা নাহি জানি।
আমার, প্রাণ বলে সে আছে সাথে সাথে,—
চোখ জানে তারে আলো।

উমা। তা,—ওরা রাগ করে কেন ? আমি যে পুতুল নিজের হাতে গড়ে খেলা কর্ত্তে ভালবাসি। তাতে সখীদের রাগ হয় কেন ? পরের হাতে গড়া পুতুলে আমার যে মন ওঠেনা ! আর,—আমি পুতুল গড়তে গেলেই,—এই রকম পুতুলটীর আকৃতি হয়ে পড়ে ! কে যেন আমার কানে কানে বলে,—এই আমার ঠাকুর ! একে ফুলবিল্বপত্র দিয়ে পুজো কর্ত্তে হয় ! যাই,—উপবন থেকে বেলপাতা ভেঙ্গে নিয়ে আসি !

[উমার প্রস্থান

(অন্যদিক দিয়া গিরিরাজের প্রবেশ)

গিরিরাজ। উমা—উমা—শোন্ মা ! কোথায় যাচ্ছিস্ ?

(মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। কেন মহারাজ ! উমার জন্য এত উতলা হন্ কেন ? উমা আমার,—আমাদের না বলে কয়ে—রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এক পা' কোথাও যাবে না। আপন মনে সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলা ধুলো কচ্ছে,—কেন তাকে বিরক্ত কর্ত্তে চান ?

গিরি। বিরক্ত কি রাণি ? আমি চাই,—উমা দিনরাত্রি আমার চোখের সম্মুখে থাকুক। আমার কাছে বসে খেলা করুক। আমি উমাকে না দেখ্‌লে,—সত্যই যেন পলকে প্রলয় জ্ঞান করি ! রাজ্ঞি ! উমা হ'তেই আমি মৃতজীবনে পুনরায় প্রাণ লাভ করেছি ! একমাত্র বংশধর মৈনাককে হারিয়ে—দগ্ধ মহীরুহের ন্যায় এতকাল জীবন যাপন কচ্ছিলেম ! উমাকে যদি কন্যারূপে না পেতেম—তাহ'লে কি আর সংসারে বাস কর্ত্তেম ? আর এ রাজ্যের দিকে ফিরেও চাইতেম না !

মেনকা। মহারাজ ! উমাকে লাভ করে আমাদের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হয়েছে সত্য,—কিন্তু মৈনাক যে আমাদের নয়নতারা ! আমরা যে মৈনাককে হারা হয়ে অন্ধ হয়ে রয়েছি ! মহারাজ ! এখনও কি তার কোনো সন্ধান কর্ত্তে পার্লেন না ?

গিরি। কি ক'র্ব্ব রাণি ? চারিদিকে লোক প্রেরণ করেছি,—নিজে কত সন্ধান কচ্ছি, তবু মৈনাকের কোনও সংবাদ পাচ্ছিনা ! নিষ্ঠুর ইন্দ্র মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে আমাদের কি সর্ব্বনাশই কল্লে ? তারই ভয়ে, মৈনাক আমার অজ্ঞাতবাস কচ্ছে ! রাণি ! ধৈর্য্য ধারণ কর,—এইবার মৈনাক নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে। ইন্দ্র এখন স্বর্গভ্রষ্ট,—শক্তি-হীন,—পথের ভিখারী ! ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ হয়েছে ! মৈনাক এ কথা শুন্‌লেই— মহানন্দে রাজ্যে ফিরে আসবে ! মহিষি ! উমা আমার কোথায় খেলা কর্ত্তে গেল,— তাকে একবার আনতে পাঠাওনা ?

মেনকা। ব্যস্ত হবেন না মহারাজ ! উমা রাজোদ্যানে ফুল তুলতে গেছে,—এখুনি আবার একটা আব্দার নিয়ে আমাদের কাছেই আসবে এখন !

গিরি। রাণি ! যত দিন যাচ্ছে—মায়ার পুতুলি উমা ততই আমাদের

মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কচ্ছে! উমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তার বৃদ্ধি,—আশঙ্কার বৃদ্ধি হচ্ছে! এত যত্নের,—এত আদরের,—এত সোহাগের প্রাণসমা নন্দিনী আমার,—পাষাণের ঘর আলো করে রয়েছে,—পাষাণে প্রাণ সঞ্চার করে রয়েছে! রাণি! আর দুদিন পরে মায়ামমতা বিসর্জ্জন দিয়ে সেই কন্যাধনকে পরের হাতে অর্পণ কর্ত্তে হবে। পরের গৃহে বিদায় দিয়ে,—নিজের গৃহ শ্মশান কর্ত্তে হবে! ওঃ—কন্যালাভে পিতামাতার এই যন্ত্রণাদায়ক পরিণাম!

মেনকা। মহারাজ! সে জন্য বৃথা চিন্তায় ফল কি বলুন? মেয়ে দিয়ে ছেলে পাব,—সে তো সুখের বিষয়! এখন হ'তে সন্ধান করুন,—যাতে উমা আমার সুপাত্রে পড়ে! ঐ দেখুন মহারাজ,—লীলাময়ী ত্রিলোক-মোহিনী উমা আমার,—রূপের সাগরে তরঙ্গ তুলে দশদিক আলো করে এই দিকেই আসছে!

(উমার পুনঃ প্রবেশ)

মেনকা। উমা—উমা—কোথায় গিয়েছিলি মা?

গিরি। একি মা? তোমার চক্ষু দুটী ছলছল কচ্ছে কেন? মুখখানি বিষণ্ণ কেন? কি হয়েছে মা আমার?

উমা। বাবা! সখীরা আমার উপর রাগ করে চলে গেছে! কত ডাক্‌লুম—তবু এলোনা?

মেনকা। কেন তারা রাগ কল্লে?

গিরি। তোমার মুখখানি দেখ্‌লে,—তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে,—সবারই যে রাগ দুঃখ শোক দূর হয় উমা! তবে তোমার সঙ্গিনীদের এ বিরাগ কেন?

উমা। বাবা! তারা সব গয়না পরা,—কাপড় পরা,—রং করা পুতুল নিয়ে খেলা করে!

মেনকা। তোমারও তো সে রকম পুতুল যথেষ্ট আছে, মা!

উমা। আমার সে পুতুল নিয়ে খেলা কর্ত্তে যে মন ওঠেনা মা! আমি নিজে মাটী মেখে ঠাকুর তৈরি করি,—তাকে পুজো করি,—তাতে আমার ভারি আনন্দ হয়! এই দেখ মা—(বক্ষ হইতে মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ বাহির করণ)

গিরি। ছি—ছি—কি করেছ মা! হাতময়,—গায়ময়,—কাদা মেখে একি ঠাকুর গড়েছ উমা?

উমা। অমন কথা বোলোনা বাবা! ঠাকুর শুন্‌লে রাগ কর্ব্বেন! হ্যাঁ মা—আমার ঠাকুর গড়া কি ভাল হয়নি?

মেনকা। বেশ হয়েছে মা,—চমৎকার হয়েছে! তুমি যাতে আনন্দ পাও,—তাই কর!

উমা। তবে, বাবা আমার ঠাকুরের নিন্দে কচ্ছেন কেন?

গিরি। তোমার ঠাকুর তো কুই দেখ্‌তেই পাচ্ছিনে! ও তো খানিকটা কাদার ড্যালা! তোমার ঠাকুরের নাম কি শুনি? আমরাও তা'হ'লে তোমার সঙ্গে পূজো ক'র্ব্ব!

উমা। আমার ঠাকুরের নাম—

(সন্ন্যাসীবেশে নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। দেব-দেব অনাদিদেব! খানিকটা কাদার ড্যালার ভেতর বিরাজ কচ্ছে! অমন নির্ব্বিকার তো আর কোন দেবতা নয় মহারাজ! একটু গঙ্গাজল আর গোটাকতক শুক্‌নো বেলপাতায় তুষ্ট হয়ে ত্রিলোক-বাসীকে একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফলদান কর্ত্তে,—এমন পাগল ঠাকুর তো আর কোথাও নেই!

গিরি। কে—কে আপনি প্রভু?

নন্দী। সন্ন্যাসী,—ভিখারী,—দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন তো!

উমা। ভিখারী? এস আমি তোমায় ভিক্ষা দিচ্ছি! বাবা! ভিক্ষা দিতে আমি বড় ভালবাসি,—আমি হাতে করে একে ভিক্ষা দোবো!

গিরি। দাও মা, তুমিই ভিক্ষা দাও! রাণি! ভিক্ষাদ্রব্য এনে উমার পবিত্র হাত দিয়ে অতিথিসৎকার কর। আমি একবার রাজসভা থেকে এখুনি আস্‌ছি।

[গিরিরাজের প্রস্থান

মেনকা। সন্ন্যাসী ঠাকুর! একটু অপেক্ষা করুন—আমি ভিক্ষা আন্‌ছি।

[মেনকার প্রস্থান

নন্দী। (স্বগত) ওহো!—কতকাল—কতকাল পরে আবার রাঙ্গা চরণ দেখ্‌তে পেলুম! মা শিবসিমন্তিনি! সতীরাণি! কৈলাসধাম শূন্য করে—লুকিয়ে গিরিরাজের ঘর আলো করে রয়েছ মা?

উমা। সন্ন্যাসি! তোমার বাড়ী কোথায়?

নন্দী। কেন? সেখানে যাবার কি সাধ হয়েছে? যদি তা হয়ে থাকে,—তবে আর বিলম্ব ক'চ্ছ কেন মা?

উমা। তোমার বাড়ী আমি যাব কেন?

নন্দী। আমায় অন্ন দেবে! ত্রিলোককে অন্ন দেবে যে অন্নপূর্ণা? এখানে থাক্‌লে তো তোমার চল্‌বে না। মা—মা—অনেকদিন দেখিনি,—একটু স্থির হয়ে দাঁড়া,—তোকে একবার ভাল করে দেখি!

উমা। আমায় আবার কি দেখ্‌বে? তুমি কেমন ভিখারী?

নন্দী। আমি মা-হারা—অনাথ—কাঙ্গাল—ভিখারী। আমার বৃদ্ধ ভিখারী বাপ,—আমার ভিখারিণী মাকে হারিয়ে—পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে ত্রিভুবন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন! তিনি আর তো ভিক্ষায় বেরুন না!

সেই বাবার জন্যে আমি মাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। তুমি আমাকে "মা" ভিক্ষা দাও!

উমা। যাও,—আমি তোমায় ভিক্ষা দোবো না।

নন্দী। না দাও,—চ'লে যাচ্ছি,—কিন্তু স্থির জেনে রাখো,—এই কাঙ্গাল ছেলেকে ভিক্ষে দেবার জন্যে একদিন আকুল প্রাণে তাকে খুঁজ্‌তে হবে! সর্ব্বনাশি! ভিক্ষায় বঞ্চিত করে আর কতকাল এইভাবে লুকিয়ে থাক্‌বি?

উমা। একি সন্ন্যাসি? তুমি অকারণ আমায় গালি দিচ্ছ কেন? আমি তোমার কি করেছি বাছা?

নন্দী। কি না ক'রেছ পাষাণি? মা-অন্ত-প্রাণ এই কাঙ্গাল ছেলেদের—সুধামাখা মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত করে পালিয়ে এসেছো! কতকাল,—কতকাল "মা" বলে ডাকতে পাইনি,—মায়ের পা দু'খানি পূজা কর্ত্তে পাইনি! দিবারাত্রি কেবল "মা-মা" বলে কেঁদে নয়নজলে বুক ভাসাচ্ছি!—এতেও কি তোমার পাষাণ প্রাণে আঘাত লাগ্‌ছে না? আর,—সেই একজন উন্মাদ ভিখারী সদানন্দ!—তার যে কি দুর্দ্দশা—কি দুরবস্থা,—তা একবার চক্ষে দেখে আস্‌বি চল্‌ মা,—তাহ'লে বুঝতে পার্ব্বি,—কার কতটা সর্ব্বনাশ তুই করেছিস্‌?

উমা। কে সে সন্ন্যাসি? কই,—আমি তো তার কথা শু'নিনি! তাকে তো চিনি না!

নন্দী। চেন না? প্রতারণাময়ি—ছলনাময়ি! দিবানিশি যার মূর্ত্তি গড়ে মনে মনে পূজা ক'চ্ছ,—যার মূর্ত্তি বুকে ধরে রেখেছ,—তাকে চেন না—?

উমা। আমার খেলার ঠাকুরের কথা বল্‌ছ? বল—বল সন্ন্যাসী,—তাঁর কেমন রূপ? সে রূপতো আমি কিছুতেই মনে আন্‌তে পাচ্ছি না!

নন্দী। শিব-শুভঙ্কর,—শশাঙ্কশেখর,—বিভূতিভূষিত কলেবর!
তরঙ্গভঙ্গিত, ভুজঙ্গরঙ্গিত, কপর্দ্দমর্দ্দিত মহেশ্বর।
বৃষভবাহন, ত্রিশূলধারণ, শ্মশানচারণ দিগম্বর!
দীর্ঘ জটাজুট,—কণ্ঠে কালকূট—নটনাথ হর গঙ্গাধর॥

উমা। আ মরি মরি! আমার হাতে-গড়া ঠাকুরটী এমন,—তাতো জানতুম না? ভিখারি! তুমি রাগ কোরোনা,—আমি কি বল্‌তে তোমায় কি বলেছি! তুমি যা ভিক্ষা চাও,—আমি তাই তোমায় দোবো! তুমি একবার আমায় আমার এই ঠাকুরটীকে দেখাবে?

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। তোমায় দেখা দেবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন! তুমি কি দয়া করে তাঁকে দেখা দেবে?

উমা। হ্যাঁ—আমি নিশ্চয় তাঁকে দেখ্‌তে যাবো। তুমি কে?

ইন্দ্র। আমিও তোমার আর এক ছেলে!

উমা। আমি বাবা-মার অনুমতি নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব। তুমি কবে আমায় নিয়ে যাবে?

ইন্দ্র। আমি তো তোমায় নিয়ে যাবার জন্য সকল সময়ই প্রস্তুত!

উমা। সন্ন্যাসি! দাঁড়াও তোমায় ভিক্ষা এনে দিই!

নন্দী। এখন তো তোমার হাতে ভিক্ষা নোবো না!

উমা। কেন? কবে তুমি আমার হাতে ভিক্ষা নেবে?

নন্দী। যবে তুমি আমার মা হবে। যবে তোমায় আমি প্রাণ ভরে—প্রাণ খুলে "মা—মা" বলে ডাক্‌তে পাবো!

উমা। এখনও তো আমায় মা বলে ডাক্‌তে পার! আর এই যে কতবার "মা" বল্লে—

নন্দী। ওতে যে তৃপ্তি হ'ল না। এখন যে তুমি পরের মেয়ে ;—পরের মেয়েকে "মা" বলে ফল কি ?

উমা। তোমার মা কেমন করে হব বলে দাও !

নন্দী। আমার মা হ'তে কি সত্যই তোর ইচ্ছে হয়েছে ? ছলনাময়ি ! তবে আর ছলনা করিস্‌নি। আর বৃথা মায়ায় আবদ্ধ হয়ে সকলকে মায়ার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখিস্‌নি ! মায়াময়ি ! সৃষ্টি রক্ষা কর্‌ ! চারিদিকে হাহাকার—চারিদিক শ্মশান—শূন্যময় !—আর লুকিয়ে থাকিস্‌নি মা ! আয়—ফিরে আয় ! নিজের সংসার নিজে অধিকার করে বসে,—ত্রিসংসার রক্ষা কর্‌ !

[নন্দীর প্রস্থান

উমা। একি ! ভিখারী যে চলে গেল ? ভিক্ষা নিলে না ? ওগো ! তুমি ওকে ডাকনা ! ভিখারি—ভিখারি ! ভিক্ষা নিয়ে যাও ! আমি সত্যই তোমার "মা" হব !

[উমার প্রস্থান

ইন্দ্র। করুণাময়ি ! এত করুণা তোমার ?—তা নইলে কি তুমি জগতের মা হ'তে পার ?

[ইন্দ্রের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মদনের নিকুঞ্জবন

মদন, রতি ও সহচরীগণ

গীত

স—গণ। এ চাঁদ হাসে লো কোন্ গগনে ?
প্রেমিকে পাগল-করা সুখ-স্বপনে !
পিয়াসী চকোর ওই আকুল তৃষায়,
বিভল নয়নে মুখপানে চায় ;
কভু ফিরে আসে সুধা-লালসায়,—
কভু ফেরে নিরাশায় ব্যথিত-প্রাণে।

রতি। কেনলো সজনি, চমকি দামিনী,—
মিশায় আঁধার গগনে,—
সুখ কই বল সই মিলনে—?

স—গণ। (আসে) আবার মিলিতে সে তো মধু-মিলনে !

রতি। প্রণয়ে ঝটিকা উঠে,—হৃদিলতা দেয় টুটে,—
সুপসাধ যায় ছুটে জীবনে ;
তবে, সুখ কই বল সই মিলনে ?

মদন। ভালবেসে দুঃখ,—
প্রেমে সেই সুখ জীবনে।
(যদি) বিরহে না দহে,—
সুখ রহে কোথা মিলনে ?

মদন। কহ প্রিয়ে,—
কেন অকস্মাৎ হেন মানের উদ্ভব ?

কভু কি সম্ভব—
মদনের সনে বিচ্ছেদ রতির ?
দিবারাত্তি দাস হ'য়ে,
পড়ে আছি পদতলে তোর ;—
সুকঠিন তব প্রেমডোর,—
সাধ্য কিবা মোর করিতে ছেদন ?
রতি বিনা মদনের অস্তিত্ব কোথায় ?

রতি। ভ্রম—ভ্রম—তব ওহে প্রিয়তম !
তুমি বিনা আমি নহি কিছু !
তুমি কায়া—আমি মাত্র ছায়া তব !

মদন। কিন্তু আমি জানি বিধিমতে,—
ত্রিজগতে কিবা শক্তি ধরে রতি।
তুমি কার্য্য,—আমি লো কারণ !
তুমি প্রিয়ে—সৃষ্টি-মূলাধার,—
আমি মাত্র ভারবাহী অগ্রগামী দাস।

(দ্বৈত গীত)

রতি। তুমি বিনা আমি কিছু নই—ওগো কিছু নই !
তমালে মাধবী-লতিকা যেমতি,—
তোমাতে জড়িত রই ॥

মদন। আমি ফুলকলি তুমি সৌরভ !
রতি। তোমা ছাড়া মম বল কি গৌরব ?
মদন। (আমি) চন্দ্রমা তুমি স্নিগ্ধ কিরণ,—
উভয়ে। আমি মধুপ মুখ কমলে ওই ॥

(অকস্মাৎ ইন্দ্রের প্রবেশ)

মদন। একি ? অকস্মাৎ দেবেন্দ্র উদয়,—
এ দীন নিকুঞ্জবাসে মম ?
প্রভু ! প্রভু !
না জানি কি মহাপুণ্য করেছি সাধন,—
দেবরাজ-দরশন,—
পাইলাম অনায়াসে আপন আবাসে।
কহ দাসে—কোন্ আজ্ঞা করিব পালন ?

ইন্দ্র। হে মদন—
সঙ্গোপনে আছে কার্য্য তব সনে,—
প্রয়োজন নিভৃতে আলাপ !

মদন। প্রিয়ে !
ক্ষণতরে মোরে দেহ অবসর !
প্রমোদ-আগারে—সখীগণ সনে—
কর গিয়ে আলাপন !
যথাকালে করিব স্মরণ সবাকারে !

রতি। যথা আজ্ঞা নাথ !

[রতি ও সহচরীগণের প্রস্থান

মদন। কর দেবরাজ—আসন গ্রহণ ! (ইন্দ্রের আসন গ্রহণ)
অনুমতি কর প্রভু এ অধীনে,—
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য তব করিব সাধন,—
কৃতার্থ হইবে দাস—লভি সে আদেশ !
কহ,—কেবা ইন্দ্রত্ব-প্রয়াসী হয়ে,—

করে সুকঠোর তপস্যা বিজনে,
যে কারণে তব প্রাণে বিদ্বেষ উদয় ?
মহাশয় ! কহিনু নিশ্চয়,—
এই শরাসনে শর করিয়া সন্ধান,—
করি তারে মদনের দাস,—
সর্ব্বনাশ তার সাধি চিরতরে !
কহ দেব,—কেবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তব,—
সংসার-যাতনা মোচনের তরে,—
হইয়াছে মুক্তিপথের পথিক ?
যবে বিলাসিনী নারী,
ভ্রূযুগল করিয়া চঞ্চল,
বরষিবে শাণিত কটাক্ষ-শর,—
শক্তিধর কেবা কোথা হেন,
সেইক্ষণে বদ্ধ নাহি হবে প্রেমপাশে ?
অথবা হে পুরন্দর !
কাতর অন্তর তব—
কোন্ সে রূপসী লাগি,—
পতিরতা—পতিব্রতা হ'য়ে যেবা,—
নাহি করে তব বশ্যতা স্বীকার ?
যদ্যপি আদেশ' মোরে,—
বিন্ধি তারে এই ফুলশরে,—
প্রভাবে যাহার,—
অকাতরে কুলশীল লজ্জামান ত্যজি—
ভজিবে স্বেচ্ছায় আসি তোমারে এখনি !

ত্যজি বিষণ্ণতা—হে বাসব !
অকপটে আত্মকথা ব্যক্ত কর মোরে !
যদি ঘটে থাকে হেন অঘটন,—
অন্য কোন রমণীর সাথে,
শুনি তব নব প্রেমাসক্তি-বিবরণ,
কোপোন্মত্তা তব পূর্ব্ব-প্রণয়িণী,
কোনোমতে তুষ্টা নাহি হয় ;—
করিয়াছে এ হেন দুর্জ্জয় মান,
পদে ধরি যারে শান্ত না পার করিতে !
তোমারই সাক্ষাতে, মদন-সন্তাপে তারে,—
এতদূর জর্জ্জরিত করিবারে পারি,—
সুকোমল পল্লব-শয়ন বিনা,—
গত্যন্তর না রহিবে তার।
অমিতবিক্রম—তেজবীর্য্যের আধার,
নাহি কোন দৈত্য কি অসুর,—
যেবা, নাহি হবে শক্তিহীন—
মদনের এই তীক্ষ্ণবাণে।
কুসুমে নির্ম্মিত যদিও এ শর,—
শুন পুরন্দর,—তোমার প্রসাদে,—
মম সখা বসন্ত-সহায়ে,—
আমি যদি করি মন,—
ত্রিশূল-ধারণ—সেই পিনাকী হরের,—
চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটাইতে পারি,—
এত শক্তি ধরি আমি দেবরাজ !

ইন্দ্র। হে মদন!
নিজকার্য্যে ব্যস্ত তুমি অনুক্ষণ,—
জান না কি অঘটন—
ঘটিয়াছে স্বর্গপুরে?
করি সুকঠোর তপস্যা-সাধন,—
জম্বুদ্বীপবাসী তারক অসুর,—
বরলাভ করি পদ্মযোনী-পাশে,
অনায়াসে করিয়াছে স্বর্গ অধিকার!
বিতাড়িত করিয়া আমারে,—
বসিয়াছে ত্রিদিবের সিংহাসনে,—
দেবগণে যত করিয়াছে কৃতাদস!

মদন। হে দেবেন্দ্র!
অত্যাশ্চর্য্য ভীষণ কাহিনী;—
হেন সর্ব্বনাশ,—
কল্পনায় না হয় উদয়!
বল—বল—প্রভু! উপায় কি হবে?
স্বর্গরাজ্য কিসে হইবে উদ্ধার?

ইন্দ্র। রতিপতি! সম্প্রীতি এ বিপদবারণে,
প্রয়োজন সাহায্য তোমার!
হে মদন!
তব শক্তি অতুলন,—
ত্রিসংসারে অবিদিত কার?
শক্তিহীন যেথা খড়্গ তরবারী,—
কিম্বা শাণিত কৃপাণ,—ধনুক, ত্রিশূল,—

তোমার কৃপায়,—তব শরঘায়,—
অরাতি-দমন-কার্য্য হয় অনায়াসে !
শুন এবে,—
যে কার্য্যের তরে আসিয়াছি তব পাশে !
হিমাচলে যোগশৃঙ্গে দেবদারু-মূলে,—
মহাযোগে মগ্ন এবে দেব দিগম্বর !
করহ সত্বর—ধ্যানভঙ্গ তাঁর ।
ভবানী জননী,—
দক্ষপুরে সতীদেহ করি বিসর্জ্জন,
লভেছে জনম,—
উমারূপে গিরিরাজপুরে ।
আজি হ'তে বালিকা-রূপিণী উমা,—
শিবব্রত উপলক্ষ করি,—
আসিবে পূজিতে নিত্য যোগমগ্ন হরে !
সেই অবসরে,—
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী তব ফুলশরে,—
হর-যোগ-ভঙ্গ করিয়া সাধন,—
উমাপ্রতি তাঁর,—প্রেমের সঞ্চার,—
প্রধান কর্ত্তব্য শুন হে মদন
শিবশক্তি প্রেম-অনুরাগে,—
পরস্পরে হইবে মিলিত—
বিহিত পবিত্র শুভবিবাহ-বন্ধনে !
সেই সম্মেলনে,—
যেই তেজস্কর জন্মিবে কুমার,—

তার করে অনিবার্য্য দৈত্যের নিধন !
হে মদন !
শুন কহি স্বরূপ বচন,
এ কার্য্যসাধনে,—
আছে তব বিপদের আশঙ্কা মহান্।
কিন্তু হায়,—
দেবকুলে এবে কার আছে বা সম্পদ ?
পদে পদে বিপদে পতিত সবে !
তবে, এই মাত্র ভরসা হে আমা সবাকার,
দেবতার সখা—তুমি চিরদিন,—
কোমল উদার প্রাণ,—
সদা আগুয়াণ,—
দেবগণে—সাহায্য করিতে !
হৃষ্টচিতে কর রক্ষা মম অনুরোধ !
দেখাও জগতে, —
স্বার্থত্যাগে—আদর্শ মদন,—
কীর্ত্তিস্তম্ভ করহ স্থাপন বিশ্বমাঝে !

মদন। সুরপতি !
কিবা হেতু মোরে এত অনুরোধ ?
তব আশীর্ব্বাদে,—
নির্ব্বিবাদে দেবকার্য্য করিব উদ্ধার।
ফুলশর করিয়া প্রয়োগ,—
যোগভঙ্গ করিব হরের।
কর প্রভু আশীষ এ দাসে।

ইন্দ্র। চিরমঙ্গলনিধান ভগবান,—
মঙ্গলবিধান করিবেন সুনিশ্চয়!
হে মদন!
ভাগ্যহীন আমি এবে,—
কিবা ফল হবে মম আশীর্ব্বাদে!

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

যোগশৃঙ্গ

(যোগমগ্ন মহাদেব)

(কোকিল,ভ্রমর, মলয়, কুসুম, বসন্ত, মদন, রতি প্রভৃতি)

গীত

কর, বিরহের অবসান,—কর বিরহের অবসান।
মোরা,—এনেছি কোকিল-তান,—
এনেছি মলয়—গান,—
ভাসাতে প্রেমিক প্রাণ নবীন হিল্লোলে।
দেখ কুতূহলে,—চাহ আঁখি মেলে,—
বসন্ত আগুয়ান॥
নাচে পল্লব নবীন পুলকে,—
বহিছে মলয় দ্যুলোকে ভূলোকে।
সুখে মাতোয়ারা; কুসুম ভ্রমরা,
মনোচোরে সঁপে প্রাণ।
(আজি প্রকৃতি পেয়েছে প্রাণ।)

[গীতান্তে মদন ও রতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(ইন্দ্র ও পুষ্পপাত্র হস্তে উমার প্রবেশ)

ইন্দ্র। মাগো!
ঐ দেখ দেবদারু-মূলে,—মহাধ্যানে মগ্ন,—
মূর্ত্তিমান ইষ্টদেব তোর!
ঘোর তপস্যায় রত,—
বাহ্যজ্ঞান-তিরোহিত সমাধি-মগন।
প্রাণ ভরে কর দরশন ;—
কর পূজা সাধ মিটাইয়ে!
আশুতোষ তুষ্ট হয়ে পূজায় তোমার,
মনোবাঞ্ছা তব করিবে পূরণ।
যাই আমি—রহি অন্তরালে!
পূজা সাঙ্গ হলে,—
লয়ে যাব আবাসে তোমার।

[ইন্দ্রের প্রস্থান

(ধীরে ধীরে উমা মহাদেবের পাদমূলে গিয়া বসিলেন)

(উমার স্তব)

জয়,—ঈশান শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর।
জয়,—শ্মশাননাটক, বিষাণবাদক, হুতাশভালক, মহত্তর॥
জয়,—সুরারিনাশন,—ভুজঙ্গভূষণ, বৃষেশবাহন, জটাধর।
জয়,—ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর॥

(পূজা ও প্রণাম)

মহাদেব। হ'লনা—হ'লনা—শক্তির সধানা!
চঞ্চল হৃদয়,—স্থৈর্য্য ধৈর্য্য নাহি মানে।

প্রাণে নাহি আসে একাগ্রতা।
কোথা সতী,—কোথা সতী,—
দিবারাতি এই কথা জাগে মনে।
ধ্যানে জ্ঞানে যোগাসনে,—
পড়ে মনে সতীর সে মুখখানি।
অহরহ কাঁদিছে পরাণী,—
সতীর বিরহে শুধু!
হায় নারায়ণ!
কি কারণ বাদী হয়ে মম প্রতি,
স্কন্ধশায়ী সতীদেহ-হার,—
সুদর্শন-চক্রঘায় ছেদি খণ্ডাকারে,
সতীচিহ্ন বিলুপ্ত করিলে চিরতরে?
ভেবেছ কি হরি,—
শিব রবে শক্তিহারা কভু?
দেখুক জগৎ,—
শক্তিময় শিব সদা শক্তির সাধক,—
শিবশক্তি ভেদ নাহি হয়!
এইবার বসি পদ্মাসনে,—
সতীধ্যানে করি শক্তির সাধনা,—
না মানিব কোনো বিঘ্ন আর!
সতি! সতি!
দেহ শক্তি শক্তিহারা অশক্ত শঙ্করে!

(ধ্যানোপবিষ্ট)

মদন। যাও প্রিয়ে—
রহ দূরে মম অপেক্ষায় !
হের মম আগমনে,
বিচলিত হর সমাধি-দশায় !
অপরূপ সংঘটন,—
পঞ্চপুষ্প-শর বরিষণ,—
করি এইবার !

রতি। দেখো নাথ—থেকো সাবধানে,—
হরকোপে যেন না হও পতিত !
যাই দূরে রহি আমি সখীগণ সনে।

[রতির প্রস্থান

উমা। (যোড়হস্তে)—
করুণা নয়নে, চাহ দাসীপানে,—ধর মম পূজা দেব ত্রিলোচন!
আমি জ্ঞানহীনা, ভকতি-বিহীনা, কৃপাময় তুমি বলে সর্ব্বজন !
তুমি অন্তর্য্যামী, কাতরা হে আমি,—হর হৃদিব্যথা,
প্রভু আশুতোষ !
কামনা আমার, বিদিত তোমার, দোষী যদি হই,
পরিহর রোষ ॥

মহাদেব। ব্যর্থ মম যোগেশ্বর নাম,—
তপজপ যোগধ্যান,—
অবসান চিরদিন তরে !
সতী—সতী—সতীরে আমার !
কোথায় লুকালি—
ত্যজিয়া পাগল হরে ?

দিবারাতি কাঁদি আমি—খুঁজিয়া বেড়াই,—
তবু তোর না পাই সন্ধান !
ওরে,—কেরে নিলি হ'রে
আমার সর্ব্বস্বধনে ?
ওরে,—উন্মাদ ভিখারী ভোলা,
শ্মশাননিবাসী.—
এ সংসারে তার কিছু নাহি ছিল ;
কিছু না চাহিত,
নাচিত আনন্দে ভূতপ্রেতসনে,—
একমাত্র অমূল্য রতনে—
ছিল অধিকারী !
ওরে—কেরে মোরে—
সেই ধনে করিলি বঞ্চিত ?

অকস্মাৎ মদনের হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইল

মদন — একি ? একি বিঘ্ন দেবকার্য্যে করি নিরীক্ষণ ?
কেন অকস্মাৎ,—করচ্যুত হ'ল শরাসন ?
কাঁপে থর থর অঙ্গ সমুদয়,—
মনে হয়,—অবসন্ন যেন হস্তপদ !
জ্যারোপণ—কি কারণ না পারি করিতে ?
এ কি—?
কোথা হতে হাহাকার রব—
পশিছে শ্রবণে ?

কেবা কাঁদে কাতর করুণ স্বরে?
রতি—প্রাণেশ্বরী—মদনের প্রিয়া ?
এ রোদনধ্বনি কি তাহার ?
না—না—দুর্ব্বলতা অবশ্য ত্যজিব !
দেবকার্য্য নিশ্চয় সাধিব !
চারিধারে দেবতামণ্ডলী,
উদ্‌গ্রীব হইয়ে—লক্ষ্য করে মোরে !
সোৎসুক নয়নে সবে চায় মম পানে,
কতক্ষণে কার্য্য শেষ করি !
দৃঢ় করে পুনঃ ধরি ধনুর্ব্বাণ,
হানি ফুলশর যোগমগ্ন হরে,—
হয় হোক্—অদৃষ্টে যা আছে !
(পুনরায় শরযোজনা)

(স্তব

উমা। করিয়া যতন, হৃদি-সিংহাসন
পাতিয়াছি প্রভু—তোমারি কারণ।
হে ইষ্ট দেবতা ! রাখ মোর কথা,—
এস,—ব'স,—কর কামনা পূরণ !
সাজিয়া যোগিনী, হইব সঙ্গিনী,
ছায়া সম কাছে রব নিরন্তর !
ওহে ভবধব,—কি আর কহিব,—
সেবিতে চরণ—আকুল অন্তর ॥

মদন। ঐ মেলিয়াছে হর ত্রিনয়ন—!

উমা-দরশন হয়েছে এবার,—
আর নহে বিলম্ব উচিত !

(ফুলশর নিক্ষেপ)

মহাদেব। (উমাকে দেখিয়া)
কে তুমি বালিকা—
এক মনে পূজিতেছ মোরে ?
মরি—মরি—
একি অলৌকিক রূপরাশি—
ত্রিলোক দুর্লভ,—নেহারি সম্মুখে ?
না—না—কি হেতু চঞ্চল হৃদি ?
বিচলিত মহেশের ধ্যান ?
হেন অঘটন—কেমনে সম্ভব হ'ল ?
মম শক্তি-সাধনায়,
বিঘ্ন করে হেন স্পর্দ্ধা কার ?

(মদনকে দেখিয়া)

আরে—আরে—অজ্ঞান অধম !
কি সাহসে যোগভঙ্গ করিলি আমার ?

মহাদেবের তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নি বাহির

মদন। রক্ষা কর—রক্ষা কর—
দগ্ধ হ'ল—দগ্ধ হ'ল কলেবর !
রতি—রতি—প্রাণেশ্বরি—
উঃ—উঃ—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল আপাদমস্তক !

(মদন ভস্ম)

(আলুলায়িতকেশে রতির উন্মত্তভাবে প্রবেশ)

রতি। কই—কই—কোথা তুমি প্রাণনাথ !
ওরে—কে করিল হেন বজ্রাঘাত শিরে মোর ?
(মূর্চ্ছিতা)

মহাদেব। বিঘ্ন—বিঘ্ন—বিঘ্ন চারিধারে !—
অন্তরে বাহিরে বিঘ্ন ভয়ঙ্কর !
সংহার—সংহার—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

উমা। সন্ন্যাসি—সন্ন্যাসি !
এস—এস ত্বরা,—
লয়ে যাও মোরে পিত্রালয়ে,—
ভয়ে কথা নাহি সরে মুখে !
মা—মা—কোথা তুমি,—
বড় ভ'য়—বড় ভয় হেথা,—
আর কভু ভুলে না আসিব !—
পিতা—পিতা—কই—কোথা তুমি ?
রক্ষা কর—রক্ষা কর,—ভয়ার্ত্ত তনয়া।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমাচল-পাদ-প্রদেশস্থ গ্রাম্যপথ ।

ইন্দ্র । ব্যর্থ মম অব্যর্থ সন্ধান !
মনস্কাম পূর্ণ নাহি হ'ল !
লুপ্ত আশা স্বর্গ-উদ্ধারের,—
আয়োজন সকলি বিফল !
হর-কোপানলে,—
ভস্ম হোলো কামদেব মম বুদ্ধিদোষে !
শিবশক্তি-সম্মেলন-তরে,
ধরেছিনু যেই পথ,—
নহে সৎ,—অসৎ সে বুঝিনু এখন !
ছি—ছি—ছি—ছি—
কেন নাহি বুঝিনু তখন,—
উচ্চকার্য্য সমাধান কামে নাহি হয় ?
এবে কোন্ পথে যাই ?
কি করি উপায় ?
হায় হায়—
স্বার্থসিদ্ধি-আশে—
অবশেষে ত্রিলোকের অনিষ্ট সাধিনু ?

কাম লুপ্ত হ'ল চিরতরে ?
স্বষ্টি-সম্ভাবনা তবে হইবে কেমনে ?

(কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। আর স্বষ্টি ! দেবরাজ ! স্বষ্টি কি আর আছে ? স্বষ্টিতে একেবারে ওলোট-পালোট বেঁধে গিয়েছে ! স্বামীস্ত্রীতে চুলোচুলি,—ঘর-সংসার আর রইল না ! দেখবেন আস্থন দেবতা,—বউ যাচ্ছেন বাপের বাড়ী,—স্বামী হচ্ছেন বিবাগী,—লোটাকম্বল সম্বল করে—ঘর-সংসারের মাথায় মারছে জল-থ্যাংরা। লম্পট যে,—সেও সাধু বনে যাচ্ছে ! বারাঙ্গনারা তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছে ! বাবা ! মদন-দেব তো ভস্ম হওয়া নয়,—তরুণ-তরুণীরা পর্য্যন্ত বাপ মায়ের চোখে ধূলো দিয়ে গোপনে প্রেম করা ছেড়ে রাতারাতি একেবারে মার্কণ্ডেয় ঋষির নব সংস্করণে দাঁড়িয়েছে !

ইন্দ্র। একি একাকার ?
স্বষ্টিমাঝে হেন বিপর্য্যয় ?
হায়—হায়—আমিই কারণ তার !
কাম বিনা স্বষ্টি রক্ষা হইবে কেমনে ?

কুবের। আর আপশোষ করলে কি হবে দেবতা ? যদি দেখতে ইচ্ছে হয় তবে আস্থন,—একটু গা-ঢাকা দিই ! ওই গাছটার আড়ালে চলুন,—তারপর উপায় একটা ঠাওরাতে থাকুন !

[উভয়ের প্রস্থান

(সনাতন শর্ম্মার প্রবেশ)

সনাতন। বলেছিলুম তো,—মুক্ষু গোঁয়ার, বর্ব্বর সে বেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো না ! না-হক্ অপমানটা হ'তে হ'ল ! বিয়ের সমস্ত ঠিক-ঠাক্, এখন বেটা বলে কিনা,—"বিয়ে কর্ব্বনা" ?

(দুন্দুভির প্রবেশ)

সনাতন। শুনেছ গিন্নী—

দুন্দুভি। শুনবো আবার কি ?

সনাতন। তোমার হবু জামাই গো—তোমার হবু জামাই,—কুন্তল বেটা,—বাপের মুখের ওপোর বল্লে—"আমি বিয়ে টিয়ে কর্ব্বনা"।

দুন্দুভি। বলেছে ? যাক্—বাঁচা গেল !

সনাতন। সে কি ? তোমার এত আগ্রহ,—তোমার মেয়েরও তার জন্যে বুক-যায় প্রাণ-যায়,—আর সে বেটা তো মেয়েটাকে একটীবার দেখবার জন্য নিজের গলা নিজের হাতে কাটতেও প্রস্তুত ছিল ! এর মধ্যে সব হ'ল কি ?

দুন্দুভি। হবে আবার কি ? মেয়েরও ইচ্ছে নয় ! তা, ইচ্ছে না হয়,—বিয়ে নাই কর্ব্বে !

সনাতন। তার মানে ?

দুন্দুভি। তার মানে—কাজ কি এত ঝঞ্ঝাটে ? বিয়ে করলেই তো জামাই দিনরাত্তির মেয়েটাকে কষ্ট দেবে ! মানুষের দেহ—রক্তমাংসে গড়া, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে খাবার,—শোবার,—ঘুমোবার ইচ্ছে কার না হয় ?

সনাতন। তা বিয়ে ক'ল্লে—কে আর তাকে খেতে—শুতে—ঘুমুতে বারণ কর্ব্বে ?

দুন্দুভি। জামাই—জামাই—জামাই বারণ কর্ব্বে ! জ্বালাতন—জ্বালাতন ! স্ত্রীজন্ম আমি দেখ্‌ছি একটা মহাপাপ !

সনাতন। আর পুরুষজন্মটা বুঝি দেখ্‌ছ মহাপুণ্যের ?

দুন্দুভি। তা নয়ত কি ? তোমার সংসারে এসে অবধি তো শুধু দাসীর মত খেটেই মচ্ছি ! রাত্রে যে একটু আরাম করে শুয়ে দুদণ্ড নিদ্রা

দোবো,—তারও উপায় নেই! এই একটা বিকটাকার মদ্দ তুমি,—গায়ের গন্ধে তোমার ভূত পালায়,—ধপাস্ করে এসে পাশে শুয়ে পড়লে! ছ্যা—ছ্যা—কি করেই যে এই কর্ম্মভোগটা এতকাল করেছি,—মনে হলে নিজের ওপোরে ধিক্কার আসে।

সনাতন। বটে? ওরে মাগী!—তাতো বল্‌বিই!—তোকে নিয়ে আমারই কি কম জ্বালাতন? যতক্ষণ সূয্যিদেব্ না পাটে ব'সবেন, ততক্ষণ তো তোর চিল-চীৎকারের চোটে কান ঝালাপালা! আহার? সে তো বেড়ালে ডিঙ্গুতে পারেনা। রাত্রে একরাশ চুল নিয়ে—ধুপ্ করে গা ঘেঁসে আড় হয়ে পড়লি! বালিস বিছানা গায়ের ময়লায় তো তেল-চিট্-চিটে। উপরন্তু,—নারকোল তেলের দুর্গন্ধে অতি কষ্টে বমি চেপে কোন রকমে আমাকে রাতটা কাটাতে হয়!

দুন্দুভি। বেশ,—এতদিন বল্লেই তো পার্ত্তে! আমি দিনকতক গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাঁচতুম।

সনাতন। কতবার তো বলেছি,—যাও—দিনকতক বাপের বাড়ী ঘুরে এসো,—আমি একটু রেহাই পাই!

দুন্দুভি। মিথ্যেবাদী,—নচ্ছার মিন্‌সে! বল্‌তে লজ্জা কচ্ছেনা? বথুনি কোথাও যেতে চেয়েছি,—পায়ে ধরে কান্নার কথাটা ভুলে গেছো?

সনাতন। ডান হাতে করে—ছ্যা—ছ্যা—খেয়েছি! যাও,—একটু ঠাঁই নাড়া হও দিকি!

দুন্দুভি। এই তো বেরিয়েছি। কিন্তু ফের যদি আমার খোঁজে আমার ত্রিসীমানায় যাও,—এই মেয়ে নাথিতে নাক ভেঙ্গে তোমায় গল্লা খ্যাঁদা করে দোবো।

সনাতন। আর তুমি যদি ফের এ বাড়ীতে ঢুকবে, শ্বশুর মশায়ের পিতার আত্মশ্রাদ্ধ দেখিয়ে দোবো!　　　　[দুন্দুভির প্রস্থান।

সনাতন। দুত্তোর সংসার! এত কিসের? পাপ বিদেয় হ'ল! পেত্নী বেটী যেন পেয়ে বসেছিল! ঝ্যাঁটা গাছটা মুখে করে গেলেই বুঝতুম,—যথাথই ছাড়লো!

(রাকার প্রবেশ)

রাকা। মা কোথায় গেল?

সনাতন। যম জানে, যে তার ঘাড় ভাঙ্গবে!

রাকা। আক্কেল বটে পুরুষ মানুষের! এতকাল দাসীর মত সেবা কল্লে যে—তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে এক কথায়?

সনাতন। কে তাড়িয়ে দিয়েছে? তার যদি এখানে ভাল না লাগে—আমি কি পায়ে ধরে রাখ্‌বো নাকি?

রাকা। কিন্তু তখন কথায় কথায় পায়ে ধর্ত্তে দেখেছি! যাক্—আমার মা,—আমি দেখি—মা কোথায় গেল! আমি তো আর পুরুষমানুষের মত অকৃতজ্ঞ হ'তে পারিনা! আমার মা,—দশমাস দশদিন পেটে ধরেছে—

সনাতন। তুই ঘর থেকে বেরুবি কি রকম? সোমোত্তো মেয়ে,—আজ-বাদে কাল বিয়ে হবে তোর—

রাকা। হা—হা—হা—হা—বিয়ে কর্ব্ব? আমি? পুরুষমানুষকে?

সনাতন। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ বিয়ে করে নাকি?

রাকা। তাতে বরং লাভ আছে। একজন প্রাণের বন্ধুলাভ হয়! পুরুষ-মানুষ,—সেতো তোমারি জাত?

সনাতন। কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা বলিস্? তুই শুদ্ধ আমায় অপমান করিস্—জাত তুলিস্? যা—বেরিয়ে যা—এক্ষুনি বেরিয়ে যা—আমার ভিটে থেকে দূর হ—

রাকা। যাবোই তো,—মা গেছে আমিও যাবো! পুরুষমানুষের চোখ রাঙ্গানি আর সইব নাকি?

সনাতন। নাঃ—এ পৃথিবীর আর ভদ্রস্থ নেই,—আমি বিবাগী হব—আর এ ভিটেয় থাকবো না—থাকবো না—

[সনাতনের প্রস্থান

রাকা। হুঁঃ আমায় বলেছে "বিয়ে কর্ব্বনা"! আরে—তোকেই বা বিয়ে কর্ত্তে চায় কে? হা—হা—হা—হা—

(কুন্তলের প্রবেশ)

কুন্তল। বড্ড যে হাসির ঘটা রাকা সুন্দরি!

রাকা। আমায় নাকি বিয়ে কর্ব্বে না বলেছ? হা—হা—হা—হা—

কুন্তল। হ্যাঁ—সত্যি কথা বল্‌ব তাতে ভয়টাই বা কি? ছিঃ ছিঃ—কি মহাপাতক করেছিলুম! আমি,—আমি বলেছিলুম তোমাকে বিয়ে কর্ব্ব? আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—

রাকা। যা বলেছ! একটা আকাট—বকাট—বব্ব্‌লে—কদাকার বিকট বেহায়া ছোঁড়া,—তাকে চোর বলে—ঝাঁটা মার্ত্তে মার্ত্তে বিদেয় না করে,—বলেছিলুম কিনা "ভালবাসি তোমায়, বিয়ে কর্ব্ব তোমায়!" কি গ্রহ—ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা ঘেন্নায়—লজ্জায় বাঁচিনে যে গা—ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—

কুন্তল। আমি এমন সুপুরুষ,—চেহারা দেখ্‌লে কত রাজকন্যা টাউরী খেয়ে পড়ে মরে! আমি এক বেটী কান্‌কো-ভাঙ্গা ভেট্‌কী মাছের চেহারা দেখে একেবারে গো-ভূত হয়ে মজেছিলুম? আরে,—সেটা কি সত্যি,—না,—স্বপ্ন দেখেছিলুম? ওয়াক্—ওয়াক্—সরে যা—সরে যা—কাছে আসিস্ নি! চেহারা দেখ্‌লে তো পেটের মধ্যে হাত পা

সেঁধিয়ে যায়,—তার ওপোর,—মেছুনীর পাটার মত দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে—বেটীর গা দিয়ে !

রাকা। বেরোও,—নচ্ছার—দুষ্টু—চোর—ছিঁচ্‌কে চোর,—বেরোও আমার সামনে থেকে ! নইলে—

(দ্বৈত গীত)

রাকা। সামলাতে রাগ পার্ব্বিনা—ক'র্ব্ব কেলেঙ্কারী !
কদর্য্য এ পুরুষ মূর্ত্তি,—সইতে যে না পারি ॥
কুন্তল। গা গুলিয়ে উঠছে আমার পালাই পগার থেকে !
(নইলে)—শাঁখচুন্নির খপ্পরেতে, অঙ্গ যাবে বেঁকে।
রাকা। তুই ভূত, তুই গোভূত, তুই পেঁচো কন্দকাটা !
কুন্তল। ওরে,—জলার পেত্নি—অগ্নি খাবি ?
না,—নিবি মুখে ঝ্যাটা ?
রাকা। হায় কি কর্ম্মভোগ !
কুন্তল। উঃ—গেল কি দুর্ভোগ !
রাকা। (এরে) ভালবাসি কর্ব্ব বিয়ে
বলেছি কি ঝকমারী।
কুন্তল। (এরে) "ভালবাসি কর্ব্ব বিয়ে"—
বলেছি কি ঝক্‌মারী ॥

[উভয়ের প্রস্থান

(পল্লব ও মিশ্রার প্রবেশ)

পল্লব। যাকে বলে,—সত্যিই একেবারে গাধা বনে গেছি ! শ্রেষ্ঠীর ছেলে,—কোটীপতির ছেলে আমি,—পল্লবকুমার ? সেই বিয়ে হ'য়ে অব্‌ধি—ঠায় একটা বছর—স্ত্রীর কাছ-ছাড়া হইনি !—কাজকর্ম্ম ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে,—শেষে বৌয়ের আঁচল ধরে শ্বশুরবাড়ী এসেছি,—আর এক পক্ষ পড়ে আছি শ্বশুরবাড়ী ? গেল—গেল—জাত ধর্ম্ম সবই গেল !

মিশ্রা। তোমার গেল,—না—আমার গেল? আমি বড়লোকের মেয়ে,—স্বাধীনভাবে এখানে বেড়াবো,—সেখানে বেড়াবো,—সখীদের নিয়ে নাচবো, ঘুরবো, ফিরবো!—তা না হয়ে—কি লজ্জা,—কোথা থেকে এক মেনিমুখো স্বামী নিয়ে এতদিন আহার নিদ্রা ভুলেছিলুম? কি ঘেন্না! যেন ছিনে জোঁক!—হাড় জ্বালাতন! একদণ্ড কাছ থেকে নড়তে চায়না! আরে যাওনা,—যাওনা! তাড়ালেও যেতে চাওনা? চক্ষুলজ্জা—ভদ্রতা—মানসম্ভ্রম বলে কি কোনো জিনিষ নেই?

পল্লব। নেই আবার? বিলক্ষণ আছে,—বিলক্ষণ ছিল। কোথা থেকে বাবা—মা একটা শুঁটকো ডাইনি ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, একেবারে পুরুষত্বটাই মাটী?

মিশ্রা। উঃ—কি কল্লুম—কি কল্লুম?—এমন সুখের নারীজন্মটা এই রকম একটা জানোয়ারের সঙ্গে জুটে একেবারে মাটী করে ফেল্লুম? সখী—সখী—কোথায়—কোন্ চুলোয় গেলি সব সখীরা আমার?

(সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্রা। কোথায় ছিলি সব? কোথায় ছিলি?

সখীগণ। কি কর্ব্ব সই? তুমি যে স্বামী নিয়েই উন্মত্ত,—আমাদের যে কাছে আসতেই দাও না—

পল্লব। জলার পেত্নীর কাছে না আসাই ভাল!

মিশ্রা। তোরা আমার মায়ের পেটের বোনের মত! তোদের প্রাণে কি একটু দয়া মায়া নেই লা! আমায় না হয় ভূতে পেয়েছিল,—তোরা রোজা ডাকিয়ে এ ভূতটা তো অনায়াসে সর্ষে-পড়া দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে পারতিস্! দেখ্ দিকি—কি করেছে আমার এই সোনার অঙ্গ! একবার দেখ্লিনি—তোরা একবার খবরও নিলিনি!

পল্লব। আর আমি একটা ভদ্রলোকের ছেলে,—এই কচি বয়েস,—এই ভুবন-ভোলানো চেহারা নিয়ে,—বাপের অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে,—এক বেটী ঘুরঘুরে পোকার খপ্পরে পড়ে জ্যান্তে মর্ব্বার উপক্রম হয়েছি,—মেয়েমানুষ হয়ে,—এতটুকু দয়া ধর্ম্ম নেই তোমাদের? আমাকে এর পাল্লা থেকে উদ্ধার করে ঘরের ছেলে ঘরে পাঠাতে পারনি? এইটে তোমাদের ধর্ম্ম হোলো বাবা?

সখীগণ। তা যাওনা—এখনও পড়ে মর্ত্তে এখানে রয়েছ কেন?

মিশ্রা। মেরে না তাড়ালে ও কি নড়বে? তোরা না পারিস,—ডাক্ ষণ্ডা ষণ্ডা জমাদার গুলোকে! চ্যাং-দোলা করে একেবারে সদর রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসুক।

পল্লব। আসুক কোন্ বেটা জমাদার আছে,—এক এক ঘুষিতে বৈতরণী পার করে দেবো! আসুক তোর জোচ্চোর বাবা বেটা,—আমাকে ভুলিয়ে যাদু করে যে তোর মত ঐকটা গস্তানি পেত্নী গছিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছে!—এক চড়ে তাকে দক্ষযজ্ঞ করে মুণ্ডু উড়িয়ে গাধা-মুণ্ডু করে দোবো!

মিশ্রা। দেখ হে বর—

সখীগণ। তুমি অতি বর্ব্বর—

মিশ্রা। তুমি আস্ত ধীবর—

পল্লব। আর তোমরা সব অনুর্ব্বর,—এঁটেল মাটী!

মিশ্রা। আমার বাড়ীতে বসে আমার বাবাকে গাল?

সখীগণ। শ্বশুরকে গালাগাল? এত বড় আস্পর্দ্ধা?

পল্লব। আরে রেখে দে অমন শ্বশুর! ও শ্বশুরঃ পশুরশ্চৈব শালা সম্বন্ধীনস্তথা!

মিশ্রা। আর তুমি এ বাড়ীতে ঢুকোনা!

পল্লব। আমি কোন ব্যাড়ীতেই ঢুকবো না! আমি ও শালার মেয়ে জাতেরই মুখ দেখবো না— [পল্লবের প্রস্থান

মিশ্রা। আমিও চল্লুম—সংসার ত্যাগ করে—ভেক নিয়ে বৈষ্ণবী হব! পুরুষ দেখ্‌লে ঝ্যাঁটার বাড়ী মার্ব্ব!

সখীগণ। পুরুষ? ছ্যাঃ—তাদের মুখ দেখতে আছে? ছ্যাঃ—

(মিশ্রা ও সখীগণের গীত)

আলতা প'রে,—সিঁদুর প'রে,—
আর তো বাহার দোবোনা!
রাঙ্গা চরণ কোথায় পাবে?
সাধলে পুরুষ শুনবো না॥
সাজন-গোজন কিসের তরে?
পুরুষের মুখ দেখবো না!
বেণী দুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে,—
নয়নবাণ আর হানবো না!
কস্তা পেড়ে রাঙ্গা সাড়ী,—
নীলাম্বরী ডুরে জরি,—
নূতন ঢংয়ে,—ঘুরিয়ে প'রে,
মন মজাতে নাব্‌বো না॥
এলো খোপা কিসের তরে?
গন্ধতেলে ভুরভুরে?
কাজল-পরা বাঁকা চোখে,
আর ত মোরা চাইবো না!
রঙ্গীন ঠোঁটে মিষ্টি হাসি,—
আর তো মোরা হাসবো না॥

(নন্দক ও পুত্রগণের প্রবেশ)

নন্দক। তোর ছেলের বাপ নির্ব্বংশ হোক্ ! বল্ কি হোলো নেবুগুলো ?

পুত্রগণ! বোল্‌বো না।

নন্দক। বিয়ে বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠাবো বলে কাল এক ঝুড়ি নেবু এনে রাখ্‌লুম,—আর—আজ তার খোসাটী পর্য্যন্ত নেই ? সব সাবাড় ? বল্ বলছি,—কার হুকুমে নেবু খেলি ?

পুত্রগণ। বারে বা,—মা যে খেতে বল্লে !

নন্দক। তোর মায়ের বাবার নেবু ?

পুত্রগণ। মাকে গাল দিচ্ছ ?

অঘা। দেখ্‌বে এখন মজা !

মগা। কান মুচড়ে কান ছিঁড়ে দেবে !

বগা। আবার পায়ে ধরে কাঁদতে হবে !

দাগা। তখন আমরা কথাটী কইবো না !

নন্দক। রেখে দে তোর মায়ের ডব্‌ডবানি ! নন্দক শর্ম্মা বেটাছেলে,—দস্তুরমত পুরুষমানুষ ! তোর মা বাবা—কোনো শালাকেই ভয় করেনা। নিয়ে আয় আমার নেবু —

পুত্রগণ। অ—মা—এই দেখ,—বাবা আবার ত্যাওড়াচ্ছে—

নন্দক। কি কর্ব্বে তোর মা ? ভয় দেখাচ্ছিস্ আমাকে ?—ওরে গোর-বেটাচ্ছেলেরা ! বাপ্‌কে ভয় দেখাস্ ? মেরে বেটাদের বাপের বিয়ে দেখিয়ে দোবো !

(লোহিতার প্রবেশ)

লোহিতা। ষাঁড়ের মত দিনরাত্তিরই চেঁচাচ্ছ ? তুমি মানুষ না জানোয়ার ?

নন্দক। আমি জ্ঞানোয়ারের বাবা! আমি শালা গাধা—গরু—গিধ্বড়—গাং শালিক—গণ্ডার-বাচ্ছা!

লোহিতা। তা জানি!

নন্দক। জান তো,—আমার ঘর জুড়ে বসে রয়েছ কেন? জানোয়ারের ঘরে ঘর কর্ত্তে লজ্জা হয়না?

লোহিতা। চলেই তো যাচ্ছি—! জানোয়ার তখন জানিনি,—তাই এমন ঝকমারি করেছি! এত দিন পরে চোখ ফুটেছে,—এইবার নিজের পথ দেখ্‌ছি!

নন্দক। তাই দেখ—এক্ষুনি দেখ! মোদ্দাৎ আমার নেবুগুলি দিয়ে যেতে হচ্ছে!

লোহিতা। হাত পাতো,—ছেলেদের সঙ্গে মিলে বমি করে দিই!

নন্দক। ছি—ছি—এই জাতটাকে—এই নির্ঘিণ্ণে মেয়েমানুষকে নিয়ে এত সোহাগ করে এক ঘরে বাস করেছি? উঃ—পৃথিবীর ভেতর নোংরা জিনিষ যদি কিছু থাকে তো এই যৎকদর্য্য জাতটা!

লোহিতা। আর পৃথিবীতে যদি জল দিয়ে দিয়ে ঢেইয়ে নর্দ্দমায় ফেলে দেবার কোনো জিনিষ থাকে তো এ পুরুষ জাতটা! সৌন্দর্য্য বলে কোন জিনিষ কি এর কোথাও কিছু নেই? এই নিয়ে নারীজাতটা প্রাণ ধরে থাকে কি করে? মাগো—ছিঃ—

নন্দক। আহা! প্রাণপ্রেয়সীদের সৌন্দর্য্য একেবারে দেহের অন্দরে অন্দরে বিরাজমান! মাথার ওপোর উকুন-ভরা পাটের গোছা—এক ঝোড়া চুল! হাতে, পায়ে, নাকে, কাণে, চাদ্দিকে বোঝা বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন, বিশহাত কাপড়েও সম্ভ্রম রক্ষা হয়না!—ঝাঁটা মারো—ঝাঁটা মারো—

লোহিতা। আমিও তোর মুখে ঝাঁটা মেরে চল্লুম! থাক্‌ তোর গোভাগাড় সংসার নিয়ে!

[লোহিতার প্রস্থান

নন্দক। বাঁচা গেল—বাঁচা গেল! হাড়ে এখন থেকেই একটু একটু বাতাস লাগছে! গোয়াল থেকে খানিকটা গোবর এনে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে—দিঘীতে পাঁচশোটা ডুব মেরে শুদ্ধ হই!

পুত্রগণ। বাবা! মা কোথায় গেল?

নন্দক। এঁ্যা—তাইতো! তো-বেটারা রয়ে গেছিস্? যা—যা—ছুটে ধর্‌গে যা—তোদের মাকে! আরে—যা—রে বাবা! শিগ্‌গীর যা—আমি ঝাড়া-হাত-পা হই!

পুত্রগণ। আমরা তোমাকে ছেড়ে যাবনা!

নন্দক। আলবৎ যাবি,—না যাবি তো এই আমিই দিলুম চম্পট—কি কর্ব্বি কর্!

[প্রস্থান

অঘা। অ বাবা—আমি তোমার কাছে থাকবো—!

(সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে সকলের "অ বাবা—অ বাবা" চীৎকার)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

(উন্মাদিনী বেশে রতির গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

কই কই তুমি,—কই কোথা স্বামী,—হৃদিরঞ্জন জীবনাধার!
এই ছিলে হেথা, চলে গেলে কোথা?

এই দেখা দিয়ে—লুকালে আবার ?
এই যে শুনিনু কত কথা কয়ে,—হাসিলে তুষিলে বক্ষেতে লয়ে,—
এই ফুলমালা গলে পরাইয়ে,—
চুমিলে সোহাগে বারে বার ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

(পার্ব্বতী ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবি !
শিবকৃপা লভিবার তরে,—
পঞ্চতপ সঙ্কল্প তোমার,—
অপূর্ব্ব কঠিন পণ।
নাহি জানি—
কেমনে সাধিবে তুমি
এই দৃঢ় ব্রত,
এই বালিকা বয়সে !
তুমি মহাদেবী,—শক্তির আধার,—
তোমাতেই সকলি সম্ভব।
যাও দেবী—
অগ্রসর হও তব মহীয়ান ব্রতে !
আমি রহি নিয়োজিত প্রহরী তোমার,—
দিবানিশি রহিব সজাগ,—
যাহে,—তপোবিঘ্ন কোন মতে না হয় তোমার।

(পার্ব্বতী অগ্রসর হইলেন ও অন্তরালে গেলেন।
ইন্দ্র প্রহরীবৎ সেইখানে দাঁড়াইলেন)

(নেপথ্যে রতির গীত).

কই—কই তুমি ? কোথা তুমি স্বামি ?
হৃদিরঞ্জন—জীবনাধার !

ইন্দ্র। ওই কাঁদে শোকাকুলা রতি !
বিদরে হৃদয়,—
অসহ্য এ শোকগাথা শুনি !
নাহি জানি কি সান্ত্বনা দিব দুঃখিনীরে!

(রতির প্রবেশ)

রতি। প্রাণনাথ !
চিরদিন বলিতে আমায়,—
তুমি আমি এক প্রাণ,—
ভিন্ন দুই দেহ মাত্র করিছে ধারণ !
হায় বিধি ! এ কেমন বিধান তোমার,—
অর্দ্ধপ্রাণ বদ্ধ থাকে দেহে ?
হে হৃদিরঞ্জন ! রতির জীবনধন !
কত সাধে তুমি,—
নিজ হস্তে করিয়া রচনা,—
যে কুসুম-অলঙ্কারে ছার অঙ্গ মম,
দিয়েছিলে সযত্নে সাজায়ে,—
একবার এসে দেখ চেয়ে,—
সে ফুলভূষণ—
এখনো হে হয়নি মলিন !
ওহে চিত্তচোর !

ছেদি প্রেমডোর,—
কোন্ প্রাণে গেলে পলাইয়ে ?

ইন্দ্র। দেবি ! কর শোক সম্বরণ,—
বিধিলিপি খণ্ডন না হয় !
এবে শুন মম উপদেশ—

রতি। দেবরাজ !
আর কিবা উপদেশ আসিয়াছ দিতে ?
উপদেশ দিয়াছিলে পতিরে আমার,—
ফলে তার,—
কলেবর ভস্মীভূত হর-কোপানলে।
এবে—দাও মোরে হেন উপদেশ,
যাহে,—চিরতরে শেষ হয় রতির এ দেহ।

ইন্দ্র। সুলোচনে !
তিরস্কার কর মোরে যত অভিরুচি।
সত্য আমি অপরাধী তব পাশে।
শিবশক্তি-মিলনের ভার,
দিয়েছিনু মদনের 'পরে ;—
ভাবি নাই সে সময়,
সে কার্য্যের কিবা পরিণাম !
বিধি বাম দেবতার প্রতি !

রতি। দেবরাজ !
হবে তব স্বর্গোদ্ধার !
ত্রিদিবের সিংহাসন,—নন্দন কানন,
ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রের,—হবে লাভ।

শিবসনে মিলিবে পার্ব্বতী,
পূরিবে বাসনা যত দেবতার !
সবাকার হবে গো সকলি,—
মাত্র আমারি কেবল,
নিদারুণ এ বৈধব্য রবে চিরকাল
ওহো,—কোথা যাই—?
কেমনে জুড়াই জ্বালা ?
আর কোন্ আশে রাখি ছার প্রাণ ?
মনোমত পতিলাভ-তরে,—
শিবপূজা করে কুমারী বালিকা,—
সে পূজায় বিধবার কিবা ফল হবে ?
যাই তবে,—চিতানলে ত্যজি ছার প্রাণ ;—
সতীভস্মে বৃদ্ধি হোক পতি-ভস্মরাশি !

ইন্দ্র। ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর বরাননে !
আত্মহত্যা মহাপাপ না কর সাধন
করগো প্রত্যয় দেবি বচনে আমার !
যদি মোর বিন্দুমাত্র থাকে পুণ্যবল,
স্বামীসনে তব,
মিলন হইবে পুনঃ।
দেবকার্য্যে দেহদান,
করিয়াছে পতি তব অবিচারে ;
পুনঃ দেবতার বরে,
উজ্জীবিত হইবে মদন !
তুমি সতী পতিপরায়ণা,—

অনন্তকালের তরে সে অনঙ্গসনে,
প্রেম-আলাপনে সুখে করিবে বিহার।
এবে যাও সুলোচনে,—তপাচার হেতু!
হের গিরিরাজ-সুতা উমা,
মহাশক্তি বালিকারূপিণী,—
হয়ে মদনের সহায়তা-হারা,
অনন্য-উপায়ে এবে তপসাধনায়—
নিয়োজিত করিয়াছে আপনারে,—
লভিবারে পতিরূপে দেব দিগম্বরে!
তুমিও তেমতি,
উমা-সম করহ সাধনা,
নিজপতি সনে মিলনের তরে!
সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্য হইবে।

[রতির প্রস্থান

(শশব্যস্তে চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। দেবরাজ! দেবরাজ!
ইন্দ্র। কি সংবাদ চন্দ্রদেব?
চন্দ্র। ঘোর সর্ব্বনাশ!
কহিতে সংবাদ না জুয়ায় কথা!
শচী দেবী—
ইন্দ্র। কি? কি হয়েছে তাঁর?
চন্দ্র। অপহৃতা,—
বলে নীতা দৈত্য-অন্তঃপুরে—

ইন্দ্র ! কি ? কি ? কি কহিলে ? (চন্দ্র নতমস্তক)

(সূর্য্যের প্রবেশ)

সূর্য্য। দেবরাজ ! (নতমস্তক)

(হুতাশনের প্রবেশ)

হুতাশন ! দেবরাজ ! (নতমস্তক)

ইন্দ্র। কহ,—কহিবার কিবা আছে আর ?

সূর্য্য। দুরাত্মা সে তারক অসুর,—
অধর্ম্মের মন্ত্রণায়,
ধরিয়াছে অন্যরূপ !
ঘোর বৈরী মৈনাক তোমার,
হইয়াছে সহায় তাহার !
নাহি মানি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
দেবকুলে দিয়া কালি,
বলে দুষ্ট বন্দী করে লয়ে গেছে—
মাতারে মোদের !

ইন্দ্র। মৈনাক ! মৈনাক !
দেবকুলে কলঙ্ক লেপিল ?
ওহো—এইভাবে বৈরি-নির্য্যাতন !

(কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। দেবরাজ ! দেবরাজ !
শাস্তি দিন মোরে !
হীনবুদ্ধিবশে দুরাত্মা অধর্ম্মে—

আমিই পাঠায়েছিনু তারক-সকাশে!
ভাবি নাই এতদূর পরিণাম তার,
দেবী 'পরে নির্য্যাতন করিবে পামর!

সূর্য্য। শুনিতেছি নির্য্যাতন করিয়া দেবীরে,—
মৈনাক জানিতে চায়,—
দেবেন্দ্রের গুপ্ত অবস্থিতি!

হুতাশন। প্রতিকার!
চাহি প্রতিকার!
হও দেব অগ্রণী মোদের,—
অবিলম্বে শাস্তি দিব দুরাত্মা পামরে!
নহে,—মায়ে উদ্ধারিতে বিসর্জ্জিব ছার প্রাণ!

চন্দ্র। হে দেবেন্দ্র! করহে উপায়,—
দেবী-নির্য্যাতন সহিতে না পারি।

ইন্দ্র। না—না—না—না—হীনবল আমি!
ব্যর্থ মম প্রচেষ্টা সকলি!
সাধনা-বিহীন,
আমা হ'তে কোন্ কার্য্য হইবে সাধন
আত্মদর্পে হীন ছলনায়,
চেয়েছিনু লভিবারে শক্তির আশ্রয়,—
উপযুক্ত শাস্তি হ'ল তার!
আর আত্মবল নাহি গণি, ধর্ম্মবল সার,—
প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন আত্মবলিদান।
পার্ব্বতীর তপোরক্ষা-কাজে, এবে নিয়োজিত আমি,—
স্থানত্যাগ করিতে নারিব। (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্র। কহ দেব,

কেমনে হইবে তবে দেবীর উদ্ধার ?

ইন্দ্র। (ফিরিয়া) মহাশক্তি মহামায়া দেখিবেন তাঁরে !

[প্রস্থান

[অধোমুখে দেবগণের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

কৈলাস পর্ব্বতের সানুদেশ

পার্ব্বত্য পথ,—অদূরে যোগশৃঙ্গ

(মহাদেব ও নন্দী)

মহাদেব। কি কহিলে ?

ইন্দ্রের আদেশে,

সতীযোগ-ভঙ্গ হয়েছে আমার ?

কই—, কোথা ইন্দ্র,—কোথা দেবগণ ?

কি কারণ তপে বিঘ্ন মম ?

কেন বার বার হেন মতিভ্রম দেবতার ?

মম সতীদেহ করিয়া ছেদন,—

তবু মোরে না দেয় নিস্তার ?

পুনঃ কোন্ অধিকারে—

যোগভঙ্গ করিল আমার ?

যে অনলে বিদগ্ধ মদন,—

ব্রহ্মাণ্ডদাহিকা মহাশক্তির আধার,—

জ্বলে সেই বহ্নি ললাটে আমার !
জানে নাকি দেবগণ,—
সে নয়নে যদি চাহি একবার,—
হবে ছারখার,—
চরাচর স্থাবর জঙ্গম ?
চতুর্দ্দশ ভুবন-নিবাসী,
দেবযক্ষরক্ষনরগণ,—
সে অনলে ভস্মস্তূপে হবে পরিণত ?

নন্দী	কর প্রভু ক্রোধ সম্বরণ !
ছিলে যোগে মগ্ন বহুকালাবধি,—
বিধি-সৃষ্টি-বিপর্য্যয় জান না সংবাদ !
ভীষণ প্রমাদ স্বর্গপুরে।
ব্রহ্মবলে বলবান তারক অসুর,
স্বর্গরাজ্য করি অধিকার,
করিয়াছে দেবগণে ত্রিদিব-বিচ্যুত।
শিবশক্তি-সম্মেলনে,
মহাশক্তি-মূলাধার জন্মিলে কুমার,
তার করে হবে দৈত্যের নিধন,—
দেবগণ স্বর্গরাজ্যে হবে প্রতিষ্ঠিত !
তেঁই দয়াময়,—
শক্তিস্বরূপিনী উমাপ্রতি,
তব প্রেম করিতে সঞ্চার,
দেবগণ নিয়োজিল মদনে হেথায়,
যোগভঙ্গ সাধিতে তোমার !

মহাদেব। বৎস!
অকারণ কেন মোর প্রেম-উদ্দীপনা!
জাননা—জাননা,—
কি জ্বালা জ্বলিছে প্রাণে!
কোথা সতী মম হৃদি-বিলাসিনী?
কোথা তার পাইব সন্ধান?
নন্দি—নন্দি—!
যায় বিশ্ব যাক্ রসাতলে,
তাহে কিবা আসে যায় মম?
ওরে,—যোগে মগ্ন ছিনু মহাসুখে,
মহাশোকে শান্তিলাভ হয়েছিল তায়!
কি জানি কি স্বপ্নঘোরে,
দেখিলাম যেন সতীরে আমার!
জ্যোতির্ম্ময়ী বিমোহিনীরূপে,
উপনীতা আমার সম্মুখে!
যেন, সুকোমল ভুজলতাদ্বয়—
করি প্রসারণ,
প্রেম-আলিঙ্গন-আশে সাধিছে আমায়!
যেন,—মৃদু হেসে মিষ্টভাষে,
তুষিয়া পাগল হরে,
ধীরে ধীরে আসে বক্ষে মিশাতে আমার!
নন্দি—নন্দি—
কেন বল যোগভঙ্গ হইল আমার?
আর সতী দেখা নাহি দিবে!

নন্দী। ভোলানাথ!
কেন এ বিস্মৃতি-ভার করিছ বহন?
জান নাকি ত্রিলোচন,—
ত্রিনয়না মা-জননী মম,
উমারূপে জন্মলাভ করি গিরিপুরে,
কুমারীর বেশে,—
এসেছিল তব পাশে পূজিতে তোমায়?
এখনো আচ্ছন্ন দেব কি হেতু বিকারে?
আপন জায়ারে,—
চিনিতে না পার প্রভু?

মহাদেব। নন্দি!—নন্দি!—প্রিয়পুত্র মোর!
বল সত্য অভাগারে,—
এসেছিল যেই তাপসী কুমারী—
লাবণ্যপ্রতিমা,—
এ নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গে মম পাশে,—
সে কিরে আমার সতী?
নন্দি—নন্দি—!
আমি রে পাগল ভোলা,—
ছলা কলা কিছু নাহি জানি!
কিবা অপরাধে মহামায়া সতী,—
মম প্রতি এমন নিদয়া?
কেন নাহি ধরা দিয়ে ধরা দিল মোরে?
নন্দি—নন্দি—!
যা রে গিরিপুরে,—

এনে দে রে সতীরে আমার !
ওরে—মৃত্যুঞ্জয় আমি,—
সতী বিনা পড়ি বুঝি মৃত্যুর কবলে !
বাঁচা নন্দী,—বাঁচারে আমায় !

নন্দী। দয়াময়—আশুতোষ—
মহিমা অচিন্তনীয় তব চিরদিন !
সর্ব্বদেবারাধ্য তুমি মহাদেব,—
তব লীলা দুর্ব্বোধ্য সবার !
নিজ লীলামাহাত্ম্য অপার,
করিতে প্রচার,
দক্ষযজ্ঞ করিলে হে ছারখার !
দক্ষালয়ে সতীদেহত্যাগ,—
সেও জানি তব লীলাখেলা-হেতু !
এবে প্রভু আশুতোষ,—
পুনঃ নবলীলা করিবারে প্রদর্শন,
সতী লাগি হেন উচাটন
যেই কার্য্য সাধনের তরে,
চতুর্দ্দশ ভুবন মাঝারে,
চিন্তায় আকুল সবে ;
যে কারণ ভস্ম হোলো দুর্ভাগ্য মদন ;—
দয়াময় দেব ত্রিলোচন !
যে সতীর তরে,—
আজি বিচঞ্চল হৃদয় তোমার,—
হের তাঁর কি কঠোর তপাচার,

পতিরূপে লভিতে তোমায় !
হের গিরিরাজসুতা জননী আমার,—
কত ক্লেশ সহি করে পঞ্চতপ !
রাজার নন্দিনী,—
গৃহ ত্যজি তপোবনে যাপে নিশিদিন !
মরি মরি—
কঠোর তপস্যা-ক্লেশে,—
সোণার বরণ মার হ'য়েছে মলিন !
সুদীর্ঘ অপাঙ্গদেশে,
নীলবর্ণ রেখা প্রকাশিত !
সুকোমল দেহলতা,—
শুষ্কপ্রায়—ক্ষীণ—ক্ষীণতর ক্রমে !
উপেক্ষিয়া শীত, গ্রীষ্ম,
বর্ষার প্রকোপ,—
অনাবৃত স্থানে,
শিলাতলে করিয়া শয়ন,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে বসি একাসনে,—
রাজার নন্দিনী,—
কেমনে বা দেহে রাখিবে জীবন ?
চল দেব—
একবার দেখা দাও জননীরে মম !

[মহাদেব ও নন্দীর প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

তপোবন

(তপস্বিনী-বেশে উমা ও প্রধানা সখী পদ্মা)

উমার স্তব গীত

প্রসীদ প্রসীদ দেব মহেশ্বর,
প্রসীদ প্রসীদ হর বাঘাম্বর,
প্রসীদ প্রসীদ হে নির্ব্বাণরূপ,
প্রসীদ প্রসীদ ত্বং ব্রহ্মস্বরূপ !
প্রসীদ প্রসীদ বিভু নির্ব্বিকল্প,
প্রসীদ প্রসীদ নির্গুণ ব্যাপক,
প্রসীদ প্রসীদ প্রসন্নাননো মে,
প্রিয়ং শঙ্করং সর্ব্বনাথং ভজামি !

পদ্মা । রাজবালা !
বল কতদিন আর,
গৃহ ত্যজি বনবাসে করিবে যাপন ?
অবহেলি পিতামাতার নিষেধ,
দিয়ে ব্যথা—সে দোঁহার প্রাণে,—
কোমল বয়সে,
অযোগ্য এ যোগ-আরাধনে,
ভেবেছ কি মনে সখী—
ইষ্টলাভ হবে তোর ?

কথা রাখ মোর,—
চল গৃহে ফিরে,—
কাজ নাই তপস্যায় আর !

উমা। সখি !
কেন বল বৃথা এ প্রয়াস,—
মম তপ-আচরণে হ'তে অন্তরায় ?
ইষ্টলাভ-আশে,—
এসেছি লো তপোবনে।
না করি সে ইষ্টলাভ কোথা যাব আমি ?
যেই মহাব্রতে ব্রতী হ'য়ে,
সহেছি লো এত কঠোরতা,—
কোথা যাব বল লো সজনি,
সেই মহাব্রত না হইলে উদ্‌যাপন ?
যাও গৃহে ফিরে,
বল গিয়ে জনকে আমার,
দেহপাত সঙ্কল্প উমার ;—
যাহে দেহ-অন্তে,
যোগ্য হই ইষ্ট লভিবার !

(পুনরায় স্তব)

নিরাকারমাকারমূলং তুরীয়ং
গিরাজ্ঞানগোতীতমীশং গিরীশম্।
করালং মহাকালকালং কৃপালং
গুণাগার সংসারপারং নতোঽহম্॥

চলৎকুণ্ডলং শুভ্রনেত্রং বিশালং
প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্ ।
মৃগাধীশচর্ম্মাম্বরং মুণ্ডমালং
প্রিয়ং শঙ্করং সর্ব্বনাথং ভজামি ।

(ব্রহ্মচারী বেশে দূরে মহাদেবের প্রবেশ । রঙ্গীরূপী ইন্দ্রের দ্বারা তাঁহার প্রবেশে বাধা প্রদান । মহাদেব হস্তচালনাদ্বারা ইন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া প্রবেশ করিলেন)

পদ্মা । দেখ—দেখ সখী !
অপরূপ ব্রহ্মচারী—উদয় সম্মুখে !
মৃগচর্ম্মে আবৃত শরীর,
সুদীর্ঘ পলাশ যষ্টিকরে,
সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি মনোহর,
প্রদীপ্ত ব্রহ্মণ্য-তেজে !
শিরে জটাভার—
বিশাল বিরাট দেহ সুন্দর—সুঠাম ।
এস, ভক্তিভরে করিলো প্রণাম দোঁহে ।

(উভয়ের প্রণাম করণ)

মহাদেব । স্বস্তি—স্বস্তি বরাঙ্গনে !
কহ মোরে—হেথা তব ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে,
বিঘ্ন নাহি হয় কোনরূপ ?

উমা । দেব ! কর আশীর্ব্বাদ,
ইষ্টলাভ হয় যেন মোর ।

মহাদেব । করি আশীর্ব্বাদ,—
পূর্ণ হোক অভীষ্ট তোমার !

কিন্তু চন্দ্রাননে ! হতেছে বিস্ময় ;
রাজার কুমারী তুমি,—
কি কারণে এত ক্লেশ সহ বরদেহে ?
রূপে গুণে তোমা সম,
তিনলোকে নাহি কেহ কহিনু নিশ্চয় !
নবীন বয়সে তব,
কার তরে পরিয়াছ বল্কল বসন ?
বল কি কারণ,
করেছ ধারণ তপস্বিনী-বেশ ?
মুক্ত কেশপাশ রুক্ষ তৈলহীন,
পাংশুবর্ণ চারুচন্দ্র মুখ,—
কিবা সুখ-আশে এত দুঃখভোগ ?

(উমা পদ্মাকে ইঙ্গিতে বলিতে অনুমতি দিল)

পদ্মা। অতি উচ্চ অভিলাষ কামনা সখীর !
কৈলাসের পতি,
দেব দেব মহাদেব হর দিগম্বর,
মন্মথের শর নারিল পীড়িতে যারে,—
সেই মহেশ্বরে পতি-বাঞ্ছা সখার আমার !
আশুতোষ-প্রেমে,
উন্মাদিনী বিহ্বলা বালিকা !
শিবজ্ঞান—শিবধ্যান—কোমলা বালার,
শিব বিনা অন্য চিন্তা নাহি কিছু আর !
শয়নে স্বপনে জাগরণে,
মানস-নয়নে,—শিবমূর্ত্তি হেরে অনুক্ষণ !

মহাদেব। সুলোচনে!
নীরব থেকোনা আর।
কহ অতঃপর,
সত্য কিলো এ কাহিনী তব,—
শুনিলাম সখীমুখে যাহা?

উমা। হে ব্রহ্মর্ষি!
সত্য যাহা শুনিলেন মম সখীমুখে!
অভাগিনী অতি উচ্চপদ-আকাঙ্ক্ষিনী!
হায়—নাহি জানি,—
এ দুরাশা কেমনে মিটিবে মোর!

মহাদেব। বরাননে!
নিতান্ত বিস্মিত আমি শুনি বিবরণ!
বুঝিতে না পারি,—
কি কারণে হেন হীন আকাঙ্ক্ষা তোমার!
তপোকার্য্যে ভ্রমি দেশে দেশে,—
পরিচিত সে শিব আমার!
গুণাগুণ তার,—
জানি আমি ভালমতে।
কদাচারী শ্মশানবিহারী শিব,—
তুমি সরলা অবলা,—
পতিরূপে তারে করি নির্ব্বাচন,
আত্মদান করিয়াছ রাজার কুমারী?
কেবা দেবদেব?
মহাদেব কারে কহ?

তিনলোকে সহায়-সম্বল,
নাহি কিছু যার,—
একি তব মস্তিষ্ক-বিকার,
তার গলে মালা দিতে সাধ ?

উমা। ব্রহ্মচারি ! ব্রহ্মচারি ! করি হে মিনতি,
স্তব্ধ হও,—
না চাহি শুনিতে আর !

মহাদেব। বুঝিলাম,—মজিয়াছ বালা !
অযোগ্যে সঁপিয়া প্রাণ—
বালিকা-বুদ্ধিতে,
সহিতেছ অশেষ দুর্গতি !
উন্মুক্ত গগন যার আচ্ছাদন,
বাঘছাল জঘণ্য বসন ;
গঞ্জিকা-ধুতুরা-ভাঙ্গ-পানে,
অহোরাত্র ঢুলু ঢুলু ঢুনয়ন ;
অস্থিমালা আভরণ—ভুজঙ্গ ভূষণ,
ভূত-প্রেত-পিশাচ-সংহতি,
ফেরে যেই দিবারাতি শ্মশানে মশানে,—
তার সনে তব পরিণয়,—
হয় কি শোভন কভু রাজার ঝিয়ারী ?
কর পরিহার এ দুর্ম্মতি বালা !
অস্পৃশ্য সে শিব ত্রিলোকসমাজে,—
অতি ঘৃণ্য উন্মাদপ্রকৃতি,—
মতিস্থির নাহি তার তিলেকের তরে !

উমা। (বাধা দিয়া)
সখি! সখি! নিবার' ব্রাহ্মণে!
আবার—আবার সেই দক্ষযজ্ঞ-কথা!
সেই—সেই পুরাতন অভিনয়!
ওঃ—যায় প্রাণ সজনি লো—
(মূর্চ্ছিতা)

পদ্মা। একি? একি? নৃপতি-নন্দিনী!
কিবা হেতু ভূতলে শয়ন?
সখি—সখি—শান্ত হও—কর আত্মসম্বরণ!
কেবা ও ব্রাহ্মণ?
নহে তব পরিচিত,
নহে কেহ আত্মপরিজন
যার মুখে শিবনিন্দা শুনি,
অধৈর্য্য পরাণী তব!
ওঠ—ওঠ—সখি,—
চল যাই প্রাসাদে ফিরিয়া!
(অকস্মাৎ মহাদেবের স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ)

পদ্মা। ব্রহ্মচারি—কেমন আচার?
(মহাদেবকে দেখিয়া) একি! একি! দয়াময়?

মহাদেব। শান্ত হও সুলোচনে!
বিগতচেতনা সখীরে তোমার,—
শুশ্রূষায় সুস্থ কর ত্বরা!

পদ্মা। সখি! সখি! মেল লো নয়ন,—
হের ইষ্টদেব সম্মুখে তোমার!

উমা। কই—কই—সখি—
ইষ্টদেব মোর? (উমা অনেকটা সুস্থ হইলেন)

মহাদেব। (উমার প্রতি)
তুষ্ট আমি তপস্যায় তব,—
সিদ্ধ হোক অভীষ্ট কুমারী!

উমা। (স্তব)
প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহেশগরাভরণম্।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্॥
নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং
মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

(মহাদেব উমাকে হস্তদ্বারা উত্তোলন)

মহাদেব। উঠ পুরন্দর—

(ইন্দ্রের মূর্চ্ছাভঙ্গে উত্থান ও সম্মুখে আগমন)

একাগ্রতাময় সাধনায় তব,—
অতি প্রীত আমি!
নেহার নয়নে শিবশক্তি-সম্মেলন!
অভীষ্ট তোমার পূর্ণ এতদিনে!
কই কোথা কামদেব? কোথা রতিপতি?
এস উজ্জীবিত হয়ে পুনঃ নববেশে,—
রতিপতি রতিসনে হইয়ে মিলিত!

(মদনরতির প্রবেশ ও হরপার্ব্বতীর চরণে প্রণাম)

ইন্দ্র। জয় বিশ্বনাথ—ত্রিলোকের পতি !
আর কারে ভয়—ত্রিলোক-মাঝারে ?

(নন্দী ও দেবগণের প্রবেশ)

আর কিবা চিন্তা দেবতামণ্ডলী ?
হের,—সাধনায় হইয়াছে সিদ্ধিলাভ !
সাধনার বলে,
শোকাকুলা রতি,
পতিরূপে পুনঃ পাইল মদনে,—
পুনরুজ্জীবিত কামদেব !
সাধনায় ইষ্টলাভ আমাসবাকার।

(দেবদেবীগণের সমবেত গীত)

কস্তুরীকা-চন্দন-লেপনায়ৈ
শ্মশান-ভস্মাঙ্গ-বিলেপনায় !
সৎকুণ্ডলায়ৈ মণিকুণ্ডলায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় !
অম্ভোধর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ
বিভূতি-ভূষাঙ্গ-জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় !
সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ
সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

(গিরিরাজের প্রবেশ)

গিরিরাজ। কই? কই? উমা? উমা মা আমার!
একি সত্য কথা?
তুষ্ট মহেশ্বর তপস্যায় তোর?
ওরে,—এত ভাগ্য মোর?
শিব হ'ল জামাতা আমার?

(কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। দেখুন মহারাজ! ভাল করে চেয়ে দেখুন, কন্যা-জামাতাকে একত্রে দেখে নয়ন সার্থক করুন। ওগো—ও এয়োরা! তোমরা সব পেছনে কেন? এগিয়ে এস! এখন আর শিব বলে ভয় করলে চ'লবে না! তোমাদের জামাই,—তোমাদের সই—! একবার এই দোজবরে বুড়ো সয়াকে,—প্রাণভরে তোমাদের রং-তামাসায় ডুবিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে চল।

(গৌরীসঙ্গিনী এবং এয়োগণের প্রবেশ)

গিরিরাজ। এসো—এসো—আনন্দ কর—আনন্দ কর! আজ বড় আনন্দের দিন—! বর-ক'নে নিয়ে তোমরা প্রাণভরে আনন্দ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাসাদে চল।

(এয়োগণের গীত)

আই—আই—ঐ বুড়ো কি
ঐ গৌরীর বর লো?
শুনছি নাকি এয়োর মাঝে
এলো দিগম্বর লো?

উমার কেশ চামর-ছটা,—
তামার শলা শিবের জটা,
তায় বেড়িয়ে ফোঁপায় ফণী,
দেখে আসে জ্বর লো!
উমার মুখে চাঁদের চূড়া,—
শিবের দাড়ী শণের নূড়া,—
ছার-কপালে ছাই কপালে,
দেখে পায় ডর লো ॥
উমার গলে মণির হার,
শিবের গলে হাড়ের ভার,
কেমন ক'রে ওমা উমা,—
কর্ব্বে বুড়োর ঘর লো ?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদনের নিকুঞ্জবন

(মদন-রতির দ্বৈত গীত)

মদন। এস,—বুকে বুকে,—মুখে মুখে,—অনন্ত প্রেমসুখে,—
মিশে রই দোঁহে চিরমিলনে।

রতি। এত, যাতনা বিরহে,—
জানিনা কেমনে সহে,—প্রেমিক-প্রেমিকা ত্রিভুবনে ?

মদন। আবার এসেছি ফিরে, হৃদয়ে ধরিতে তোরে ;—
মিলিতে সুখের মিলনে।

রতি। ঘুরেছি ফিরেছি কত,—কেঁদেছি হে অবিরত,—
সে জ্বালা কি ভুলিব জীবনে ?

মদন। কেন দুঃখগাথা আর সুখমিলনে ?
(প্রিয়ে) শুভমিলনে ?

রতি। চল কুঞ্জবনে—প্রেম-আলাপনে !

মদন। এস কুঞ্জবনে,—প্রেম-আলাপনে !

রতি। (প্রিয়) দুঃখ ভুলি মাতিগে সুখস্বপনে !

মদন। (প্রিয়ে) দুঃখ ভুলি মাতিগে সুখস্বপনে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সনাতন শর্ম্মার বাটীর প্রাঙ্গন।

(সনাতন শর্ম্মার প্রবেশ)

সনাতন। নাঃ! এ বৈরাগ্যের অনেক বিপদ! বনের মধ্যে মশার উৎপাত তো সহ্য হয়না! রাত্রে কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রেমালাপ কর্ত্তে কর্ত্তে নিদ্রাদেবীর আরাধনা কর্ব্ব,—তা নয়,—কি যে দুর্ব্বুদ্ধি ঘাড়ে চাপ্‌লো,—রাত্তির বেলা স্ত্রী ছেড়ে,—বিছানা ছেড়ে,—পড়লুম গিয়ে বেটা মশার খপ্পরে!—নাঃ এই নাকমলা—কান মলা!—এমন কর্ম্ম আর কক্ষনো কর্ব্বনা! যাক্,—রাতারাতি বাড়ীতে তো ফিরলুম! এখন গৃহিণী তো গেছেন বাপের বাড়ী,—কাল ভোরেই গিয়ে পায়ে ধরে সেধে তাঁকে ঘরে আনবো!—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ভদ্দরলোকে করে?

(দুন্দুভির প্রবেশ)

দুন্দুভি। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব,—আমি জলে গিয়ে ডুব্‌বো,—আমি তালগাছ থেকে হাত পা ছেড়ে আছাড় খাবো,—

সনাতন। আরে—আরে—তুমি—তুমি? বাপের বাড়ী থেকে এই রাতের বেলা—

দুন্দুভি। আস্‌বো না—আস্‌বো না? রাত দুপুরে অন্ধকারে ঘরের ভেতর একলাটী শুয়ে থাকা যায়? হতচ্ছাড়া অনামুখো মিন্‌সে! একটা কি বেফাঁস কথা কয়েছি, অমনি সুড়ুক করে বাড়ী থেকে উধাও? আমি অবলা স্ত্রীলোক,—বাপের বাড়ী থাকি কেমন করে—এটা একবার ভাব্‌লে না?

সনাতন। কি বিভ্রাট! এতটা গড়িয়েছে ? একটিবার মনের ভুলে বাড়ী ছেড়ে গেছি—এরই মধ্যে—

দুন্দুভি। ফের্ যদি এই রকম আমাকে না বলে কয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে—

সনাতন। যাক্—আর দুপুর রেতে গোলমালে কাজ নেই—চলো !

দুন্দুভি। মুখে আগুন,—পোড়াবুদ্ধির মুখে আগুন ! কি পাপই করেছিলুম গা—তাই এই বেরসিক, বব্বুলে, বাউণ্ডুলে—বর্ব্বর সোয়ামীকে নিয়ে ঘর কর্ত্তে হচ্ছে !

সনাতন। আরে—এমন কি মহা অপরাধটা কল্লুম যে রাগ আর তোমার পড়তেই চায়না ?

দুন্দুভি। ফের্—ফের্ বলছ—কি অপরাধ করলুম ? জানো,—আমি অন্ধকারে ঘুমুতে পারিনা,—ভয় পেয়ে হঠাৎ ককিয়ে উঠি—

সনাতন। ঠিক—ঠিক—আচ্ছা এখন চল—চল—

(উভয়ে গৃহমধ্যে প্রস্থানোদ্যত)

(রাকার প্রবেশ)

রাকা। জ্বালাতন ! ঘুমোবারও যো নেই ! ওমা—এ কে ? মা ? কখন্ এলে ? বাবা ! তুমি ফিরে এসেছ ?

দুন্দুভি। তুই আবার এত রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এলি কেন মা ? পদার মা কোথায় ?

সনাতন। সে আর কোন্ চুলোয় যাবে ? আমারই ঘরে শুয়ে রয়েছে ? এত ডাক্লুম,—বল্লুম,—"পদার মা—একবার যা তো—বাইরে কিসের গোলমাল হচ্ছে,—একবার খবরটা নে তো !—" তা, মাগী যেন মরেছে,—কিছুতেই উঠ্লো না !

সনাতন। চল্ রাকা—শুবি চল্! এস গিন্নি—আর গোলমালে কাজ নেই! দেখ দিকি—কি বিভ্রাট! মেয়েটার শুদ্ধু রাত্রে ঘুম হ'চ্ছে না—

দুন্দুভি। কোত্থেকে হবে? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে ষোলো পেরিয়ে সতেরোতে পোড়লো!—এখনও একটা বর জুটুতে পাল্লেনা! মেয়ের কখনো ঘুম আসে?

রাকা। কি সব বাজে কথা বল্‌ছ মা? বাবা! যাও তুমি শোওগে,—আমি দেখে শুনে দরজা বন্ধ করে যাচ্ছি—

সনাতন। হাঁ—মা—তাই এস,—আর রাত জেগোনা!

দুন্দুভি। ন্যাকা মিন্‌সে! চল্,—শুবি চল্। যা রাকা—

[সনাতন ও দুন্দুভির প্রস্থান

রাকা। ভারি জ্বালাতন ক'ল্লে কুন্তল! কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছিনা! কেন মিছে তেজ দেখিয়ে বিয়ে কর্ব্বনা ব'লেছিলুম? দেখ্‌ছি, মরণ না হ'লে আর আমার নিস্তার নেই—

(কুন্তলের প্রবেশ)

কুন্তল। নিস্তার কারও নেই—যতক্ষণ না—

রাকা। এ্যাঁ—তুমি—তুমি—এত রাত্রে—

(কুন্তল তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া পদতলে বসিয়া পড়িয়া করজোড়ে)

কুন্তল। দোহাই—দোহাই রাকা! চেঁচিওনা—চেঁচিওনা—

রাকা। তুমি—এত রাত্রে পাঁচিল টপ্‌কে—

কুন্তল। একদম পুরোণো—বেবাক মামুলি! পাঁচিল টপ্‌কানো,—গাছে চড়ে—হাত পা ছেড়ে লাফিয়ে পড়া,—সিঁড়ি বেয়ে জানলায় ওঠা,—

মান্ধাতার আমল থেকে আমার মত ডব্‌কা ছোঁড়ারা প্রেমের দায়ে করে আস্‌ছে ! নতুনত্ব এতে মোটেই নেই,—চম্‌কাবার—ভড়্‌কাবার—আশ্চর্য্য হবার,—বাহবা দেবার এতে কিছুই নেই !

রাকা। তা তো নেই ! কিন্তু তুমি এ রকমটা ক'চ্ছ কেন ?

কুন্তল। থাক্‌তে পারলুম না ! দেড় ঘটী সিদ্ধি খেয়ে ভর সন্ধ্যেবেলা তোমার ছবিটী প্রাণের ভেতর এঁকে নিয়ে বিছানায় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে শুয়ে পড়েছিলুম—

রাকা। ভালই করেছিলে ! নেশা করে শুয়েছিলে,—অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বারই ত কথা ! নেশার ঝোঁকে এতটা পথ এসে পাঁচিল টপ্‌কালে কি করে ?

কুন্তল। আরে নেশা কল্লেই তো এই বিপদ ! শালা ভাংএর নেশা অতি পাজি নেশা ! সাদা প্রাণে হয়তো কাহিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম !—কিন্তু, যত নেশা পাক্‌ 'মারতে লাগলো,—ততই তোমার জন্যে দম্‌ আট্‌কানী সুরু হ'ল ! উঃ—জ্বলে যেতে লাগ্‌লো—প্রাণের ভেতর জ্বলে যেতে লাগ্‌লো ! রাকা—রাকা—একটু জল—জল—উঃ—

রাকা। জল খাবে ? দাঁড়াও—চুপি চুপি একঘটি জল গড়িয়ে—

কুন্তল। জল আন্‌তে যাচ্ছ ? কলসীর জল ?

রাকা। না,—কুঁজোর জল !

কুন্তল। কুঁজোর জল ? সেই এক ঘটী কুঁজোর জল খেয়ে বিকারে রুগীর তেষ্টা মিট্‌বে রাকা ?

(সনাতন শর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ)

কুন্তল। আমি—আমি—উঃ—আমি মরে গেলুম—মরে গেলুম—রাকা

[রাকার পলায়ন

সনাতন। মর্—এখুনি মর্, আঁটকুড়ির বেটা—চোর!

কুন্তল। মর্ব্বই তো! আর মরেই তো আছি,—নতুন করে মর্ব্ব কি?

সনাতন। চল্ বেটা,—তোকে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাই চল্! বেটা! মুক্ষু—গোঁয়ার—নষ্ট—দুষ্ট—লম্পট—! ফের্ আমার বাড়ীতে ঢুকেছ? চল্—তোকে আজ কোতোয়ালীতে নিয়ে নিকেশ করে দিচ্ছি—

(দুন্দুভির পুনঃ প্রবেশ)

দুন্দুভি। কতদিন বল্ছি—অনামুখো মিন্সে—আর কেলেঙ্কারী বাড়াস্‌নি? সোমোত্তো ছেলে,—সোমোত্তো মেয়ে,—ভেতরে ভেতরে পছন্দ হয়েছে,—ভালবাসা হয়েছে,—দুটোর বিয়ে দিয়ে দে! ওরাও নিশ্চিন্দি—আমরাও ঘুমিয়ে বাঁচি—

সনাতন। বল কি গিন্নি? এই বেটা মুক্ষু—আকাট—গোঁয়ার,—এর হাতে মেয়েটাকে দিয়ে জলে ফেলে দোবো? সেবারে তোমার কথা শুনে পাকাপাকি করেছিলুম! এই বেটাই তো নিজে বিয়ে কর্ব্বনা বলে সব কাঁচিয়ে দিলে! ভালই হয়েছে, অমন মুক্ষু ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলেই ভাল!

দুন্দুভি। মুক্ষু তোমার চেয়ে তো ও নয়!

সনাতন। কি গৃহিণী,—আমি মুক্ষু?

দুন্দুভি। নিশ্চয়! মুক্ষু না হলে রাত দুপুরে উঠোনে দাঁড়িয়ে কোদাল কর্ত্তে সুরু ক'ল্লে?

কুন্তল। এই বলুন তো,—বলুন তো মা—

(রাকার পুনঃ প্রবেশ)

রাকা। বাবা,—মা,—সত্যি কি তোমাদের জ্বালায় আমি গলায় বঁটি দিয়ে

ম'র্ব্ব ? রাত দুপুর হয়ে তিন প্রহর হতে চ'ল্ল,—এসব কি ক'চ্ছ বল দিকি ?

সনাতন। এ—এ—এ বেটা চোর—তোর জন্যে পাঁচিল টপ্‌কাবে—

কুন্তল। বেশ তো! আপনার ইচ্ছা হয়,—আমাকে শাস্তি দিন, কোতোয়ালিতে ধরিয়ে দিন! যা খুসী তাই করুন! কিন্তু কেলেঙ্কারী কর্ব্বার দরকার কি? মেয়েতো আপনার ঠিকই বল্‌ছে—

দুন্দুভি। দাও—দুটোর বিয়ে দিয়ে দাও—সকল আপদ চুকে যাক্! দিব্যি ছেলেটী—

কুন্তল। বলুন তো মা—দিব্যিটী নই ?

দুন্দুভি। বাপের জমিজমা—টাকাকড়ি—

কুন্তল। বাড়ী ঘর দোর সবই আছে!—নতুন একটা পুকুরও কাটিয়েছি—সেদিন!

সনাতন। কিন্তু একেবারে যে নিরেট—

কুন্তল। আজ্ঞে—নিরেটই তো ভাল,—সহজে টোল খাবেনা!

সনাতন। হ্যাঁরে রাকা—এই রকম মুক্ষু স্বামী—

রাকা। তোমার জামাই হলে কি আর কেউ মুক্ষু থাকে বাবা? তবে তুমি এত বড় পণ্ডিত হয়েছ কেন?

[প্রস্থান

সনাতন। এ্যাঁ তাই নাকি? যাক্— তাহ'লে কি বল গিন্নী—

দুন্দুভি। তাহ'লে কালই ভাল দিন আছে—লাগিয়ে দাও—

সনাতন। এখন তুমি যাও বাবা কুন্তল! আমি যখন কথা দিচ্ছি—

দুন্দুভি। তখন আর তোমায় পাঁচিল টপ্‌কাতে হবেনা।

কুন্তল। যে আজ্ঞে—তা জানি—　　[প্রস্থান

দুন্দুভি। বেশ ছেলে!

সনাতন। চমৎকার জামাই হবে!

[উভয়ের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

মিশ্রা। কি হ'ল বল্‌দিকি সই,—এখনও উনি আস্‌ছেন না কেন?

সখী। কি আশ্চর্য্য কাণ্ডকারখানা তোমার! তুমিই তো তাড়ালে তাঁকে!

মিশ্রা। সই! তিনি রাগ করেছেন—

সখী। এ রাগ থাকবেনা—

মিশ্রা। না সই! মাকে বলে—বাবাকে বলে—একবার লোক পাঠাও না!—তাঁর এত দেরী হচ্ছে কেন?

১ম সখী। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে সই,—শাস্তর ছাপিয়ে চলেছে। বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যোড়ে এসেছিলেন। একবার বাড়ী গেছেন, অমনি তোমার প্রাণ এমন উল্‌সে উঠ্‌ল—যে, আর ধৈর্য্য মান্‌ছে না।

মিশ্রা। একবার কি বলছিস্ সই—এ যে অনন্তকাল! উঃ—বিরহে প্রাণ যায়! ওলো! প্রেমের আস্বাদ যখন একবার পাবি,—তখন বুঝতে পারবি, বিচ্ছেদের এক মুহূর্ত্ত যুবতীর—ঐ—ঐ আস্‌ছেন! হ্যাঁ—আমি যেন তাঁর গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি,—আমি যেন তাঁর পায়ের শব্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'চ্ছি—

(পল্লবের শশব্যস্তে প্রবেশ)

পল্লব। মিশ্রা—মিশ্রা—প্রিয়তমে— (আলিঙ্গন)

মিশ্রা। (দৃঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক) এলে—এলে—নিষ্ঠুর? আর একদণ্ড বিলম্ব হলে—উঃ—সখী—সখী—তোরা যা—যা—

(মিশ্রা ও সখীগণের গীত)

মিশ্রা। (সখি) এবার তোদের ছুটী
(ওলো) এবার তোদের ছুটী !
মরা দেহে প্রাণ পেয়েছে (এই) প্রাণহারা প্রাণ দুটী !

সখীগণ। তবে চ'ল্ল গুটিগুটি,—
অবলা এই কটী,—
(সই) মিট্‌লো যখন ঝগড়া ঝাঁটী,—
(কসে) তব্‌লাতে দাও চাঁটী। [সকলের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

(নন্দক ও জলকুম্ভ লইয়া লোহিতার প্রবেশ)

লোহিতা। আঃ ! কি জ্বালাতনেই পড়েছি বাপু, কাপড়টা ছেড়ে আসি,— যাবই তো,—নিতে যখন এসেছ।

নন্দক। তুমি আবার কষ্ট করে বইবে কেন ? না—না—দাও, কলসীটা আমার হাতে দাও। এতটা পথ কলসী কাঁকে করে—হেঁটে কষ্ট পেয়েছ ! আঃ আমার মুখে আগুন—আঃ আমার মুখে আগুন—

(নিজের মুখ চড়াইতে লাগিলেন)

লোহিতা। কি ছেলেমানুষি ক'চ্ছ ! সরো—কলসী রেখে কাপড়টা ছেড়ে আসি ! বাবা-মাকে বল্‌তে হবে—তবে তো যেতে পাব।

নন্দক। না—অত দেরী আমার সইবে না—এইখান থেকেই কলসী আমাকে যদি না দেবে তো আমার বাপের —

লোহিতা। আঃ ভাল জ্বালা,—নাও (কলসী প্রদান)

নন্দক। কাপড়টা ঘর থেকে দৌড়ে এনে দিচ্ছি—এইখানেই একপাশে দাঁড়িয়ে—

লোহিতা। মুখে আগুন—(প্রস্থানোদ্যত)

(অঘা, মঘা, বগা ও দাগা পুত্রচতুষ্টয়ের প্রবেশ)

পুত্রগণ। মা—

নন্দক। ডাক্‌লে বেটাচ্ছেলেরা—পেছু ডাক্‌লে। যাও,—পালাও সব—

লোহিতা। মতিচ্ছন্ন ধর্ল্ল নাকি? শুধু শুধু বাছাদের ধমকাচ্ছ কেন?

নন্দক। ভুলে গিন্নি—ভুলে—মাথার ঠিক থাকেনা! তুমি বাড়ী থেকে চলে এসেছ,—আর কি আমার মাথার ঠিক আছে? আয়, আয়—তোরা সব আয়—

লোহিতা। কি র‍্যা? কেন ডাকছিস্—

পুত্রগণ। এই—এই—

নন্দক। ওদের বাবার গুষ্টির পিণ্ডি! চলো—চলো তুমি কাপড়চোপড় ছাড়বে! ভিজে কাপড়ে থাক্‌লে অসুক কর্ব্বে! থাক্—গোরবেটার ছেলেরা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যা—ম্যা করে বেরাল ডাকুক!

লোহিতা। আসছি রে—কাপড়টা ছেড়ে চট্ করে!—বাড়ী যেতে হবে—

নন্দক। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোরাও সব চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নে,—

[লোহিতাকে বাহুপাশে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

অঘা। বাবাটা ভারি দুষ্টু—

মঘা। একদণ্ডও মায়ের কাছে আমাদের থাক্‌তে দেয় না—

বগা। আমাদের যেন মা নয়—

দাগা। মাকে দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা করে ঠ্যাঙ্গানি খাওয়াবো!

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দন-কানন

তারক ও অধর্ম্মের প্রবেশ

তারক। অসম্ভব—অসম্ভব কথা—!
হেন অসম্ভব বাণী,—
বিশ্বাসের যোগ্য নহে কদাচন!

অধর্ম্ম। কিবা অসম্ভব প্রভু?
কেন অসম্ভব?
নাহি জান তুমি রমণীর মন,
তাই দুলিতেছ সন্দেহ-দোলায়,—
অবিশ্বাস কর মোর কথা।

তারক। তাই বলে—শচী—দেবেন্দ্রাণী—

অধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যের সহচরী,—বিলাসে বর্দ্ধিতা,—
সর্ব্বদা কামনা করে বিলাস-বৈভব!

তারক। নহে—শচী—দেবেন্দ্রাণী!
সতীর মর্য্যাদা ভুলি বরিবে আমায়?

অধর্ম্ম। দিবানিশি মনে মনে চাহিছে তোমায়!

তারক। স্তব্ধ হ' রে স্তব্ধ হ' রে—ওরে মিষ্টভাষি!
চমৎকার—চমৎকার প্রলোভন-জাল—
পাতিতেছ সম্মুখে আমার!
কিন্তু ঐ জালে তারক না বদ্ধ হবে কভু।
শচী,—দেবেন্দ্রাণী,—ত্রিলোকবাঞ্ছিতা,—

অধর্ম্ম। নারী—নারী—নারী মাত্র—!

সম্ভোগ-বর্দ্ধিতা,
ত্রিলোক-বাঞ্ছিতা যেই,—
সম্ভোগ-বাসনা তার প্রতি শিরামাঝে !
লালসার মাংসপিণ্ড বিলাস-সঙ্গিনী,
সম্ভোগের মাঝে হইয়া পালিত,—
কেমনে সম্ভোগ-তৃষা রাখিবে দমিত ?

তারক। শচী—দেবেন্দ্রাণী—

অধর্ম্ম। নবনীত-দেহা,—
বরবপুমাঝে—
লুক্কায়িত মদনের বিলাস-মন্দির !
ত্রিলোক-বাঞ্ছিতা,
ত্রিলোক-ঈপ্সিতা,—
স্বর্গ-সুখ—স্বর্গমাঝে।
স্বর্গাধিপ—যোগ্যমাত্র তার,—
স্বর্গাধিপে কেন না কাঙ্ক্ষিবে ?

তারক। বাসনা-অনল করিবারে প্রজ্জ্বলিত,—
হে-সচিব !
চমৎকার যুক্তি তব
কিন্তু মূঢ়—
শচী—দেবেন্দ্রাণী—

অধর্ম্ম। বাসনা—তোমার !

তারক। বাসনা—আমার

অধর্ম্ম। হ্যাঁ,—শচী দেবেন্দ্রাণী—বাসনা তোমার !

তারক। মিথ্যা কথা।

অধর্ম্ম। মিথ্যা কথা যদি—
কেন তবে আনিয়াছ বন্দী করে,—
শচী দেবেন্দ্রাণী—সে অবলা রমণীরে ?
কেন তারে রাখিয়াছ—
কারাগারে নিজ-অধিকারে।

তারক। আনিয়াছি দেবেন্দ্রের লভিতে সংবাদ !
আনিয়াছি মৈনাকের পরামর্শ-মত।
নির্য্যাতন করিয়া শচীরে,—
জানিবারে চাই,—বাসবের পলায়ন-স্থান।

অধর্ম্ম। তবে কেন আছ নির্ব্বিকার—
হাতে পেয়ে তারে ?
কেন কর নাই নির্য্যাতন ?
কেন বার বার—
উপেক্ষিয়া মৈনাকের সকল মিনতি,—
প্রতিহিংসাব্রত তার—
না কর সফল ?

তারক। নারী—সে রমণী—

অধর্ম্ম। রমণী—মোহিনী—!
শাস্তি লভিবার তরে—
সম্মুখে দাঁড়াল যবে,
মুহূর্ত্তে মোহিয়া গেল—
শাস্তিদাতা বীরে !
কটাক্ষে জিনিয়া গেল—
শাস্তি নিতে এসে !

তারক। মন্ত্রী—মন্ত্রী—

অধর্ম্ম। (হাসিয়া) হাঃ—হাঃ—
কেন বিচলিত ?
ইথে দোষ কিবা ?
পুরুষের অপরাধ ইথে নাহি গণি !
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা জানে সর্ব্বলোকে !
বীর কাম্য রমণীর—বীরভোগ্যা নারী !
তুমি যথা বিচলিত হেরিয়া শচীরে,—
এ নহে কল্পনা মম, ওহে স্বর্গাধিপ,—
শচীও তোমারে হেরি বিকলা তেমতি !

তারক। বার বার ঐ কথা শুনি তব মুখে !
এত যদি অনুরক্তা শচী মম প্রতি,—
আভাষে ইঙ্গিতে,
কেন নাহি প্রকাশ তাহার ?

অধর্ম্ম। হে বীরেন্দ্র বাসব-বিজয়ী !
আছে কথা চিরপ্রচলিত,—
বক্ষ যদি প্রেমাবেগে ফাটে রমণীর,
তবু কভু পুরুষেরে,—
নারে প্রকাশিতে মুখে মনোভাব তার !
প্রেমিক পুরুষ,—
প্রেমভিক্ষা করে যবে রমণীর পাশে,
নানা ছলভাবে—সেই প্রেমিকা রমণী,—
প্রত্যাখ্যান করে সে প্রেমের ;
কভু কাঁদে,—কভু বা জানায় হৃদয়ের ব্যথা !

কভু দূরে সরে যায়,—
নানা রঙ্গে ভঙ্গে—
অসম্মতি জানায় পুরুষে !
কিন্তু, একবার হলে বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গনে,—
অতঃপর সে ভাব না রয়,—
পরিণামে হয় শেষে প্রণয়ে বন্দিনী ;—
ধরা দেয় নির্ব্বিরোধে প্রেমিক পুরুষে।
নহে প্রভু রচনা আমার !
নারীতত্ত্বে সুপণ্ডিত আমি,—
শতবার পরীক্ষিত এ বাক্য আমার।

তারক হে সুযোগ্য মিত্র মন্ত্রীবর !
উৎসাহিত অন্তর আমার,—
প্রেম-উদ্দীপক বচনে তোমার !
সুধাপাত্র দেহ ভরি,—
প্রাণ হোক্ উল্লসিত। (সুধাপান)
যাও—
লয়ে এস শচীরে হেথায়,—
কেন দহি বৃথা আর বিরহ-ব্যথায় ?

[অধর্ম্মের প্রস্থান

শচী—দেবেন্দ্রাণী,—বাসনা আমার ?
সত্য কহিয়াছ তুমি,—তীক্ষ্ণ লক্ষ্য তব।
অন্তরের গোপন বাসনা,—
জানি নাই আমি,—জানায়েছ তুমি !
নিমেষেও ভাবিতে যে কথা করিনি সাহস,—

অযাচিত সেই সৌভাগ্যের রাশি—
চাহিছে আমায় ?
আর আমি,—
স্নিগ্ধ সুশীতল বারি রাখিয়া সম্মুখে,
পিপাসায় আর্ত্ত হয়ে,
সহিতেছি বিকারযন্ত্রণা !
বিড়ম্বনা কিবা অতঃপর ? (সুধাপান)

(শচী ও অধর্ম্মের প্রবেশ)

তারক। এস লো সুন্দরি—!
দিবসশর্ব্বরী—কেন মনোদুঃখে
করিছ যাপন ?
এস—এস—লভ প্রাণধনে তব !

শচী। একি দৈত্যরাজ ?
একি তব নবভাব আজি ?
আশ্বাস প্রদানি মোরে,
কেন পুনঃ ভীতি উৎপাদন ?
নহে নীচ অন্তর তোমার,—
দেবরাজদ্রোহী সেই মৈনাকের মত !

অধর্ম্ম। জান নাকি সুহাসিনি—
চিরদিন কভু সমান না যায় ?
ছিল, সুপ্ত প্রেম গুপ্তভাবে স্বর্গাধিপ-প্রাণে,
এবে, জাগরিত তাহা—অনঙ্গ-কৃপায়,
প্রয়োজন তোমারে লো সে কারণ !

তারক। শুন বরাননে—
ছিনু প্রতীক্ষায়,—
কবে তুমি আপন ইচ্ছায় আসি,
প্রেমদানে তুষিবে আমারে !
বুঝিয়াছি অবশেষে,
রমণী-সুলভ লজ্জা-মান-অভিমানে,
সেধে যেচে প্রেমদানে
অসমর্থা তুমি !
এস—এস—প্রেমময়ী—প্রেমিকের পাশে—
কেন ত্রাসে কম্পিত ও দেহলতা ?
কোথা পাবে তব যোগ্য প্রেমিকপ্রবর—
আমার সমান এ তিন ভুবনে ?
স্বর্গজয়ী আমি দেবরাজ,—
পুনঃ দেবরাজরাণী—হবে তুমি বালা।
শচী। দানবের দানবত্ব প্রকাশিত এবে !
বুঝিলাম তবে,—
এইবার নিজমূর্ত্তি করেছ ধারণ !
দৈত্য-অত্যাচার অবলার প্রতি,—
আজি হতে হ'লো সূত্রপাত !
নাহি তব দোষ দৈত্যপতি !
যার যেই রীতি—!
সেইমত তার আচরণ
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য কেহ করে কভু
দানবে মহত্ত্ব—শৈত্য অনলের মাঝে—

কিম্বা লৌহে কোমলতা আকিঞ্চন, .
বাতুলের বাতুলতা,—অসম্ভব উপকথা মাত্র এ সকল !

তারক। বিধুমুখে মৃদুমন্দ তিরস্কার-বাণী—
ওহো—এত মধুরতামাখা তায় ?
মরি—মরি—
সদ্য সুধাবরিষণ যেন বা শ্রবণে !
চন্দ্রাননে,—কর পুনঃ তিরস্কার ভর্ৎসনা আমারে !
কহ কটু কথা যত ইচ্ছা মনে !
অথবা মানিনী—ধরি শ্রীচরণে,
কর ধন্য পদাঘাতে এ ছার শরীর !

শচী। মূঢ় দৈত্যপতি !
আমি শচীদেবী,—
পতি মম দেবরাজ স্বর্গ-অধিপতি !
এ প্রাণের প্রেম-ভালবাসা আছে যত,
অর্পিত সে দেবরাজ-পদে !
বল কি সাহসে মম পাশে—
হেন অবৈধ আকাঙ্ক্ষা তব ?
দৈত্য-কারাগারে, বন্দী বটে এ পাপ শরীর,—
কিন্তু প্রাণ মম
ফেরে পতি সনে !
শয়নে স্বপনে জাগরণে—
ধ্যানে জ্ঞানে হেরি দিবানিশি,—
দেবরাজ-মূর্ত্তি সদা !—

তারক। অবোধ ললনা—কোথা দেবরাজ ?

আমি দেবরাজ—সম্মুখে তোমার !
কি হেতু বলনা,—ব্যর্থ কর রমণীজীবন তব ?
হৃদয়ের ও অগাধ প্রেমরাশি—
কেন নিরর্থক রেখেছ সঞ্চিত,—কার তরে ?
যারে এ জীবনে কভু তুমি আর—
না পারিবে দিতে উপহার,
কিম্বা কভু না করিবে দরশন,—
কেন, তারে এত আকিঞ্চন ?
এ জীবনে হবে কি মিলন তার সনে,
মুক্তিলাভ করি মম পাশে ?
তেঁই কহি,—পরিহার করি বাতুলতা,—
এস এস এই ভুজলতা-পাশে—
বদ্ধ কর প্রেমাতুর নব দেবরাজে !

শচী । দৈত্যপতি—বীর তুমি—সতীরে না কর অপমান—

তারক । হাঃ—হাঃ—হাঃ,—অপমান ?
তোমারে কে করে অপমান ?
তোমা সম মহামান্যা—
তিন লোকে কেবা আছে আর ?
স্বর্গজয়ী দেবরাজ বীরেন্দ্র তারক,—
দাস তব পদতলে !
লো সুন্দরি !
তব প্রেম লভিবার আশে,
সম্পদ—বিভব—যা আছে এ স্বর্গপুরে,
অকাতরে রাঙ্গা পায়ে দিব লুটাইয়ে,

সদয় হইয়ে বারেকের তরে,
ফিরে যদি চাহ এ অধীনে!

শচী। রে বর্ব্বর দানব দুর্ম্মতি!
ঘৃণায় যেমতি হীন কুক্কুরের প্রতি,
ফিরে নাহি চায় কেহ,—
জানিহ নিশ্চয়,— ততোধিক অবজ্ঞার ভরে,—
পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপিয়া তোরে,
চাহিব না ফিরে আর—দৃষ্টি মম করি কলুষিত।
মনে মনে ভেবেছ কি স্থির—
পাপ দৈত্যরাজ্য রবে চিরস্থায়ী!
আকাশ-কুসুম করিয়ে কল্পনা,
আরে নীচমনা—
এ ধারণা তব বদ্ধমূল প্রাণে,—"
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী শচী—
প্রেমদান করিবে তোমারে?

তারক। বুঝিলাম, মিষ্টভাষে প্রবোধ বচনে—
ইষ্টলাভ না হইবে মম!
কুভাষিণী—দর্পিতা রমণি!
"দেবরাজ" বলি মোরে না কর স্বীকার,
"দানব" "দুর্ম্মতি" "দৈত্য" কহ বারবার?
ভাল,—তবে দানবীয় নিষ্ঠুর আচার—
দৈত্যোচিত অত্যাচার—
এইবার সহ দুষ্টা শক্তি যদি হয়,—
দৈত্য-আলিঙ্গন-বদ্ধা দৈত্য-বাহুপাশে।

অধর্ম্ম। নাহি চিন্তা ত্রিদিব-ঈশ্বর,—
প্রেমদানে অসম্মতি প্রেমপ্রার্থীজনে—
প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণে,—
জেনো স্থির মনে,
ভাণ মাত্র রমণীর,—পুরুষের কামতৃষা করিতে প্রবল!
অবলার প্রেমছল,—মহাবল তার—
বধিতে পুরুষ-প্রাণ!
মতিমান্! দেখিবে সত্বর,—
এইবার গত্যন্তর না দেখি যুবতী,—
প্রীতিভরে আত্মদান করিবে তোমারে,—
যেই দণ্ডে আকর্ষণ করিবে বালায়!

[অধর্ম্মের প্রস্থান

তারক। অবোধ ললনা!
হের এইবার কার্য্য দানবের,—
ভদ্র ব্যবহার যার,—মনঃপূত নহেকো তোমার!
ছিল জ্ঞান চিরদিন,—সরলে সরল ব্যবহার,
কোমলের সনে কোমল মিলন,
অতি সুশোভন!
তেঁই কোমলতা করিয়া আশ্রয়,
তুষিতে তোমায়—করেছি যতন!
যদি তুষ্টা তাহে নহে প্রাণমন তব,
এস তবে কোমল-কলিকা—
কঠোর দানব-করে হইবে পেষিত!
এস লো মাধবীলতা—

দানবের শৈল-অঙ্গে লইবে আশ্রয় !
প্রেমভিক্ষা চেয়েছি কাতরে,—
বিনিময়ে পদাঘাতে দূরে ফেলে মোরে,—
চলে যেতে চাও ফিরায়ে বদন ?
এবে সঞ্চিত সে প্রেমসুধারাশি—
হে রূপসি !
এইমত অধিকার করিয়া সবলে,
নিজ পরিতৃপ্তি-মত করি উপভোগ !

শচী। সাবধান দুর্ম্মতি দানব—
সতী-অঙ্গ স্পর্শ নাহি কর !

(তারক সবলে শচীকে আকর্ষণ করিয়া)

তারক হা—হা—হা—হা—
কঠোরে কোমলে অপরূপ সম্মেলন।
এস এস চন্দ্রাননে—এ বাহুবেষ্টনে মোর !
আমি পিয়াসী চকোর
থাকি লো বিভোর তব ওষ্ঠসুধাপানে !

(শচীকে বাহুবেষ্টন করিয়া মুখ-চুম্বনের উদ্যোগ)

শচী। ওঃ—ওঃ—ছাড়্—ছাড়্ রে পিশাচ—
চূর্ণ হল দেহ লৌহদেহের পেষণে—

(সবলে মুক্ত হইবার চেষ্টা)

(অকস্মাৎ তরবারি হস্তে মৈনাকের প্রবেশ)

মৈনাক। স্তব্ধ হোন্ দৈত্যরাজ !

(শশব্যস্তে শচীকে ত্যাগ করিয়া অতস্ত বিরক্ত হইয়া তারক মৈনাকের সম্মুখে আসিল)

তারক। এ কি সেনাপতি ?
তুমি কেন অকস্মাৎ নন্দন-কাননে—
বিরামের কালে মোর ?

মৈনাক। আসিয়াছি রাজকার্য্য সাধিবারে,—
নহে নিজ-প্রয়োজনে !
শচীদেবি !
বন্দিনীর স্থান কারাগারে ;—
কোন্ অধিকারে নন্দনকাননে তুমি ?
এস মোর সাথে।　　　　(শচীর অগ্রসর)

তারক। স্থানত্যাগ না কর ইন্দ্রাণি—
আমার আদেশ বিনা !

মৈনাক। চলে এস ত্বরা—দুর্ভাগা রমণি !

তারক। সেনাপতি !
আমি বাসব-বিজয়ী স্বর্গরাজ্যেশ্বর—
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী আমার বন্দিনী ;
আমি তারে আনিয়াছি হেথা
কারাগার হতে—

মৈনাক। দানবের পশুবৃত্তি চরিতার্থ হেতু !
চমৎকার—স্বর্গজয়-বীরত্বের পরিচয় !

তারক। বিশ্বাসঘাতক—রাজদ্রোহি !
ভুলেছ কি আমি রাজা—প্রভু তব,—
তুমি ভৃত্য মোর ?

মৈনাক। অসহায় অবলায় নিজায়ত্তে পেয়ে,
সতীত্বহরণে তার যে করে প্রয়াস,—

অতি ঘৃণ্য হীন সেই কামুক কুক্কুরে,—
মৈনাক কখনো—
রাজা বলি—প্রভু বলি—গ্রাহ্য নাহি করে !
এস—এস শচী দেবী—

(তরবারি কোষমুক্ত করিয়া শচীকে অগ্রসর হইতে দিয়া মৈনাক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল)

তারক। দাঁড়াও ইন্দ্রাণি !
চমৎকার অভিনয় দেখালে মৈনাক,—
চিরবৈরী-প্রতি উদারতা,—অতি চমৎকার !
কিন্তু, উদারতা সাজে তারে—শক্তি আছে যার !
বীর্য্যপণে উদ্ধারিতে পার যদি ইন্দ্রাণীরে,—
লয়ে যাও তারে,—
নতুবা রে প্রভুদ্রোহী—কৃতঘ্ন পামর !
লহ শাস্তি শোণিতরেখায় ! (অস্ত্রাঘাত)

(মৈনাক পড়িয়া গেল)

মৈনাক। উঃ—
মাতা ! নাহি ভয়,—
মৃত্যুপণে পুত্র তব রক্ষিবে তোমায় !

তারক। হা—হা—হা—নারিবে রক্ষিতে কোনোমতে,
রে বাতুল—তারকের হাত হতে
তারকের গ্রাস !
ব্রহ্মবলে বলী আমি,

না হলে ঘটন,—
পরাজয় নাই মম কভু কারও হাতে !

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। শিবশক্তি-সম্মেলন হয়েছে ঘটন,—
ফল তার নেহার সম্মুখে !

শচী। এসেছ কুমার ?

কার্ত্তিক। মুক্ত তুমি মাতঃ !
রে দানব—দুর্ম্মতিপ্রধান—
এসেছে কার্ত্তিক আজি—শমন তোমার !

তারক। চমৎকার ! চমৎকার—বিধির বিধান !
ধর্ম্মরাজ্যে তারকের অধর্ম্ম আচার,—
নারী-প্রতি অত্যাচার,—
যেইক্ষণে হ'ল অনুষ্ঠিত,—
অমনি শমন ডাকে পশ্চাতে তাহার !
না—না—না—কোন ক্ষোভ নাই মোর !
এতটুকু নাহিক বিদ্বেষ তোমা প্রতি !
তুমি যদি নিয়তি আমার,
হে বালক—
তোমারে বরিয়া লব আমি সমাদরে !
কিন্তু—কিন্তু—ওরে শিশু—
সত্য যদি শিববীর্য্যে জনম তোমার,—
কেন তবে তারকে ভেটিতে এলে—
এই অবজ্ঞেয় শিশুরূপে ?

কার্ত্তিক। মাতৃগর্ভে জন্ম লয়ে-
যে পারে করিতে
মাতৃ-অপমান,—
তার মৃত্যুবাণ,—
এ নহে অধিক কথা,
সপ্ত দিবসের শিশুকরে রবে বিদ্যমান !
ইথে কি বিস্ময় ?
রে তারক !
নিবার এ বাণ যদি সাধ্য তব ! (তারকের বক্ষে শরত্যাগ)

তারক। ওঃ—মাতঃ—ক্ষম অপরাধ— (আহত ও পতন)

কার্ত্তিক। লভেছে উচিত শাস্তি দুরাত্মা দানব !
(মৈনাকের প্রতি) মাতৃভক্ত বীর !
লহ তুমি প্রণাম আমার !

মৈনাক। মধুমাখা কথা তব কে তুমি বালক ?
একি ! একি মম ভাবান্তর !
ওই মুখ—ওই দীপ্ত আঁখি,—
ওই দৃষ্টি কমল-নয়নে,—
যেন কত জনমের পরিচিত মোর !
যেন মনে হয়,—
কোন জন্ম-জন্মান্তর হতে আমি—
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এ শিশুর সনে।
কেবা তুমি কার বংশধর ?

কার্ত্তিক। পিতা মোর দেবদেব মহাদেব ভোলা !

মৈনাক। আর মাতা তব ?

কার্ত্তিক। নগেন্দ্রনন্দিনী গিরিরাজসুতা—জননী আমার!

মৈনাক। উমা—উমা—

কার্ত্তিক। মাতা মোর জগজ্জননী!
ত্রিসংসারে কে না চেনে তাঁরে?

মৈনাক। কুমার—কুমার? উমার কুমার—?
আয়—আয়—
বক্ষে ধরি তোরে প্রাণভরে,—
স্নেহ-আলিঙ্গনে বদ্ধ রাখি ক্ষণকাল!
সরলতাময়ী—স্নেহের সোদরা উমা,—
তার পুত্র তুই যাদুমণি,—
না জানি কেমনে
কোন সুকঠিন প্রাণে,—
এতদিন ভুলেছিনু তোমা সবাকারে!
ওরে বৎস—এতকাল পরে,
শুষ্ক প্রাণে ভাব-বন্যা এনে দিলি তুই!
পাষাণে ফুটেছে বারি,—
যাদুময় পরশে রে তোর!

(কার্ত্তিককে আলিঙ্গন)

কার্ত্তিক। একি প্রহেলিকা?
তুমি? তুমি নিরুদ্দিষ্ট মাতুল আমার?
হে মাতুল! কার্ত্তিকের লহ নমস্কার।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। শচী—শচী—প্রাণেশ্বরি!

পরাজিত দানবমণ্ডলী,—
বহুভাগ্যে মিলিনু আবার।

শচী। জয় উমাপতি!
বল—জয় উমাপতি!

ইন্দ্র। জয় উমাপতি!

(অধর্ম্মকে ধরিয়া কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। জয় উমাপতি!

অধর্ম্ম। (সভয়ে) রক্ষা কর—রক্ষা কর বোধোনা আমায়,—
আমি হে শরণাগত তব!

ইন্দ্র। দুর্ম্মতি দানব! ঘৃণ্য নারকীয় জীব!
মৃত্যুভয় এত তোর প্রাণে?

অধর্ম্ম। হে দেবেন্দ্র! শুনিয়াছি চিরদিন,
ভয়ার্ত্ত বিপন্নে রক্ষা ধর্ম্ম দেবতার!

কুবের। তো বেটাকে বধ ক'র্ব্ব—তার আবার ধর্ম্ম অধর্ম্ম কি? তোমরা সরো—আমি ওকে নিকেশ করি।

অধর্ম্ম। বন্ধুবর! ভুলিলে আমারে?

কুবের। তোমায় ভুল্‌বো আঁটকুড়ির বড় বেটা? উঃ কি নাকালটাই করেছ আমাকে! শুনুন দেবরাজ!—ওরই পরামর্শে দৈত্যরাজ বেটা শচীঠাক্‌রুণকে এত নাস্তানাবুদ করেছে!

ইন্দ্র। শাস্তি—শাস্তি ওর প্রাণদণ্ড!
এই দণ্ডে নিজহস্তে করি সমাধান!

(অধর্ম্মকে বধ করিতে উদ্যত)

(শিবের প্রবেশ)

শিব। ক্ষান্ত হও শচীপতি !
অকারণ অধর্ম্মেরে করোনা তাড়ন !
ধর্ম্মের মহিমা শুধু করিতে প্রচার,
অধর্ম্মের সৃষ্টি এ সংসারে !
তারকের অধর্ম্ম না হইলে সহায়,—
কার সাধ্য সে দানবে বিনাশে সংগ্রামে ?
হে অধর্ম্ম !
দেখায়েছ অত্যদ্ভুত প্রভাব তোমার !
এবে, স্বর্গধাম কর পরিহার,
লহগে আশ্রয় তার,—
পতনের দিন যার সমাগত !

অধর্ম্ম। প্রণিপাত দেবদেবী-পদতলে !
কার্য্যান্তরে কুতূহলে করিহে প্রয়াণ।

[অধর্ম্মের প্রস্থান

তারক। দেবদেব মহাদেব !
আসিয়াছ মৃত্যুকালে—
সম্মুখে আমার ?
অপরাধী দেব—আমি তব পায়,
নহি যোগ্য মার্জ্জনার !
কিন্তু প্রভু—
শুনি লোকমুখে,
"শিবশক্তি-সম্মেলন"—
আমিই কারণ তার !

হেন শুভ-সম্মেলন,
জগতের চিরহিত সাধিত যা হতে,
আমি যদি কারণ তাহার,—
একবার দিব্যদৃষ্টি পেয়ে,
দেখিব না আমি তাহা প্রভু ?
অন্তিমের এ কামনা পূরাও ভবেশ !

শিব । অন্তিমের এ কামনা পূরাব তোমার !
হের বীর—শিবশক্তি-সম্মেলন—
অন্তে হোক্ কৈলাসেতে গতি ।

তারক । জয় শিবশম্ভো !
জয় মা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি ।

(দেবদেবীগণের সমবেত গীত)

কোরাস কি এ নিরুপম—শোভা মনোরম
হরগৌরী একশরীরে !
শ্বেতপীতকায়—রাঙ্গা দুটী পায়—
নিছনি লইয়া মরিরে ।

দেবগণ । আধ বাঘছাল অঙ্গে বিরাজে,

দেবীগণ । আধ পট্টাম্বর মোহন সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে ।

দেবগণ । আধ ফণী ফণা ধরিরে !

যবনিকা